হায়াতুন নবী ও ওলী

এই কিতাব আল্লাহ পাকের কাবা ঘরে এবং
নবী পাকের পাক মাজারে রেখে এসেছি।

নবী ওলীগণ জীবিত, কবর থেকে করেন দান,
তবলিগী নেসাবে তার রয়েছে প্রমাণ।
নবী ওলীর তাজিম ছাড়া, বেকার হবে নামাজ পড়া।
ওলীআল্লার তাজিমের তরে, কারা এসে তওয়াফ্ করে।
শত এবাদতে যা না মিলে, তা পাওয়া যায়
পীরের পায়ে চুমা দিলে।
আগে ঈমান আকিদা ঠিক কর, তারপরে বন্দেগী কর।
বিশ্ববিখ্যাত কিতাব হতে, বহু কথা আছে এই কিতাবেতে,
নিজে পড় অপরকে পড়তে দাও,
কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বিবেক দিয়ে বেছে নাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহম্মদ তওহীদুর রহমান কাদেরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

হায়াতুন নবী ও ওলী

এই কিতাব আল্লাহ পাকের কাবা ঘরে এবং
নবী পাকের পাক মাজারে রেখে এসেছি।

নবী ওলীগণ জীবিত, কবর থেকে করেন দান,
তবলিগী নেসাবে তার রয়েছে প্রমাণ।
নবী ওলীর তাজিম ছাড়া, বেকার হবে নামাজ পড়া।
ওলীআল্লার তাজিমের তরে, কারা এসে তওয়াফ্ করে।
শত এবাদতে যা না মিলে, তা পাওয়া যায়
পীরের পায়ে চুমা দিলে।
আগে ঈমান আকিদা ঠিক কর, তারপরে বন্দেগী কর।
বিশ্ববিখ্যাত কিতাব হতে, বহু কথা আছে এই কিতাবেতে,
নিজে পড় অপরকে পড়তে দাও,
কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বিবেক দিয়ে বেছে নাও।

বুলবুলে বাংলা - মওলানা
মুহাম্মাদ তওহীদুর রহমান কাদেরী
গ্রাম - মুলগ্রাম, পোঃ — রাণী সিমুলিয়া,
থানা - ঘাটাল, জেলা - মেদনীপুর।

মুদ্রণে : গাওসিয়া অফসেট, পাওয়ার হাউস মোড়,
দুবরাজপুর, বীরভূম। মোঃ ০৯৭৩২২০৪৮৪৫

সাদাকায়ে জারীয়া, চিরাচলিত দান।

দোওয়া করুন যারা এই কিতাব ছাপাতে সাহায্য করেছেন তাদের জন্য।

১। শেখ গোলাম রসুর কাদেরী, দৌলতচক, খানাকুল, হুগলী, তিনার আব্বা মরহুম দায়েম আলী সাহেব ও আম্মা মরহুমা মসাম্মৎ গুলবাহার বেগমের রূহের মাগফেরাতের জন্য ১০০০ টাকা।

২। ঐ গোলাম রসুল সাহেবের স্ত্রী মসাম্মৎ আনুয়ারা বেগম ছেলে-মেয়েদের দুনিয়া আখেরাতের ভালাইর জন্য ১০০০ টাকা।

৩। হাজি শেখ নাসির মহম্মদ কাদেরী সাহেব, সাবলসিংহপুর, খানাকুল, হুগলী, তিনার আব্বা মরহুম শেখ বাসারত হোসেন কাদেরী সাহেব ও মাতা মরহুমা। দৌলতন নেসার রূহের মাগফেরাতের জন্য ১০০০ টাকা।

৪। হাজিজি মোসাম্মৎ আঞ্জেমা খাতুন, সাবলসিংহপুর, তিনার স্বামী মহরুম হাজি সেখ বজলুল করিম কাদেরী সাহেবের রূহের মাগফেরাতের জন্য ১০০০ টাকা।

৫। সেখ নুরুল আনসার কাদেরী ডাক্তার সাহেব, এম.বি.বি.এস, সাবল-সিংহপুর, তিনার আব্বা মরহুম সেখ নুরুল হুদা সাহেব ও আম্মা মসাম্মৎ রাজিয়া খাতুনের রূহের মাগফেরাতের জন্য ১০০০ টাকা।

৬। সৈয়দ আব্দুর রহীম কাদেরী সাহেব, তাজপুর, বাগনান, হাওড়া, তিনার আব্বা-আম্মার হায়াতদারাজির জন্য ৫০০ টাকা।

৭। সেখ জাকীর হোসেন কাদেরী, সাইমুনা, খানাকুল, হুগলী, তিনার আব্বা মরহুম সেখ আব্দুল মালেক কাদেরী সাহেব ও আম্মা মসাম্মৎ সাহিদা খাতুনের রূহের মাগফেরাতের জন্য ৫০০ টাকা।

৮। মুহাম্মদ সাফিক্ আনসারী, পাটপুর, সাঁওতালডিহি, পুরুলিয়া, ১০০০ টাকা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অভিমত

পবিত্র আল-কোরান সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বোপরি সর্বশ্রেণীর জন্যই আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জন্যই অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ। সেই পবিত্র আল-কোরানকে বুঝবার জন্য প্রয়োজন স্থির মননশীল প্রজ্ঞা, যা সে নিজে বুঝবে, সৃষ্টি জগৎকে বুঝতে সাহায্য করবে। কোরানের ভাষ্যকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। (১) আহকামমূলক ভাষ্য—যা মানুষের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহপাক নিয়ম-নীতি, নির্দেশ-আদেশ, নির্দেশের মধ্যে বদ্ধ রেখেছেন। মানুষের শৃঙ্খলাবোধের জন্য যা অবশ্যই জরুরী, যাকে আল্লাহর অনুসারীগণ মেলে চলেছেন। আল্লাহর এই আদেশ নির্দেশ ভঙ্গ করা যায় না, ভাঙ্গলে আল্লাহর উপর বিশ্বাস অটুট থাকে না। আর বিশ্বাস ভেঙ্গে গেলে ফাসেক হয়ে যেতে হয়। দ্বিতীয় স্তর হল ঃ (২) আখবার বা কাহিনীমূলকভাষ্য —যাতে ঘটনার বর্ণনার প্রয়োজনে আল্লাহপাক বিশ্বের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় স্তরে পড়ে ঃ (৩) মোতাসাহেবাত ভাষ্য—যা বিশ্বতত্ত্ব বা তাসাউফ শ্রেণীতে সীমায়িত। যিনি এই তত্ত্ব জানেন, যেতে হয় তার কাছে, যিনি তাসাউফ শিক্ষা দেন।

বিদায় হজ্জে হুজুরে আকরাম সাল্লালাহো আলায়হে সাল্লাম সকলকে বলেন, আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যা ধারণ করে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, তা হল কোরআন ও আল্লার আহলেবয়েত। —তিরমিজি শরীফ

অর্থাৎ হুজুরে আকরম সঃ-এর সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক তৈরী করতে না পারলে ইসলামী তত্ত্বজ্ঞান লাভ হবে না, যা জানতে না পারলে জগতে আসাই মানুষের বৃথা হয়ে দাঁড়ায়। সেই তত্ত্বই শিক্ষা দেন বর্তমান সময়ে ওলী ও পীরগণ।

সব যুগেই আল্লাহর শত্রুর অভাব নেই। অবশ্য তাতে আল্লাহর কোন যায় আসে না, ক্ষতি হয় মানুষেরই। সবসময় বিরোধীপন্থীদের উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। বর্তমান যুগেও তবলীগ জামাত আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে দূরে রাখতে বদ্ধপরিকর।

অথচ জনাব মাওলানা তওহীদুর রহমান সাহেব তার হায়াতুন নবী ও ওলী পুস্তকটিতে তবলীগ জামাতেরই বিভিন্ন পুস্তক থেকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন নবী ও ওলীদের অসাধারণ আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতার কথা। এই বইটি পড়লে সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম হবেন কিভাবে বিরুদ্ধ আকায়েদপন্থী তবলীগ জামাত গোষ্ঠী মানুষকে ভুল বুঝাতে চাইছে, ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ ভক্তদের উচিত নয় আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে দূরে সরে থাকা।

তাই সাধারণ বোধগম্যের জন্য জনাব মাওলানা তওহীদুর রহমান সাহেব তার হায়াতুন নবী ও ওলী বইটি প্রাঞ্জলকথ্য ও চলিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে সকলের বুঝতে সুবিধা হয় ও মনে ধরে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

খোদাহাফেজ

ডাঃ গোলাম নবী কাদেরী

এম.এম., বি-এড, এল.এল.বি

সম্পাদক — এযহারে হক

দুরবাজপুর ঃ বীরভূম

উরস শরীফ, মেদিনীপুর

শ্রাবণ - ১৪২০

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

আস্‌সালামো আলায়কুম,

আউযো বিল্লাহে মিনাস্ শয়তানির্ রাজিম
বিস্‌মিল্লাহ্ হির রাহমানির্ রাহীম।
ফাকাদ কালাল্‌লাহো তায়ালা ফিকেতাবিহিল্ কাদিম,
হাযা বায়ানুল্ লিন্নাসে হোদাঁও ওয়া মাউয়েজাতুল্ লিল্ মুত্তাকিন।
বারা কাল্লাহো লানা অলাকুম্ ফিল্ কোরআনিল্ আযিম, অনা ফায়ানা ওইয়াকুম্ বিল্ আয়াতে ওয়া জিক্‌রীল হাকীম্।

ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইয়োসাল্লুনা আলান্ নাবী, ইয়া আইয়ো হাললাযিনা আমানু সাল্লু আলায়হে ওয়া সাল্লেমু তাস্‌লীম।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়েদেনা মওলানা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলে সাইয়েদেনা মওলানা মুহাম্মদ।

আল্‌হামদো লিল্লাহ! আম্মা বায়াদ্ ফাউযো বিল্লাহে মিনাস শয়তানির রাজিম, বিস্‌মিল্লাহ হির রাহমানির রাহীম। ফাকাদ কালাল্‌লাহো তায়ালা ফিকেতাবিহিল্ কাদিম, "মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"। সাল্লাল্‌লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম।।

ব্রাদ্রানে মিল্লাত! আযিজানে ইসলাম! আমার ইমানদার পরহেজগার দ্বীন্‌দরদী ভায়েরা, মা ও বোনেরা এবং স্নেহের কচিকাঁচা ছেলে ও মেয়েরা! আমি আপনাদের কাছে আল্লাহপাকের পাক্ কালামুল্লাহ শরীফ থেকে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করলাম 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" (সঃ)।

এই শব্দটি আমাদের প্রিয় নবী দিন-দুনিয়ার বাদশাহ আকায়েনাম্‌দার, হজরত আহ্‌মাদে মুযতাবা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্‌লাহো আলায়হিস্ সাল্লামের নামপাক। যিনি সৃষ্টি না হলে বিশ্ব জগৎ, ১৮ হাজার মখলুকাত, আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, নদ-নদী, মানব-দানব, পশু-পাখী, কীটপতঙ্গ, জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ কুর্শি, লওহ, কলম কিছুই সৃষ্টি হত না।

আল্লাহপাক্ হাদিসে কুদসিতে ঘোষণা করেছেন ঃ

"লাওলা কালামা খালাকতুল্ আফ্‌লাক।"

অর্থ—হে প্রিয় নবী! আমি তোমাকে সৃষ্টি না করলে বিশ্ব জগৎ কিছুই সৃষ্টি করতাম না। তাই কবি বলেছেন — "তেরি জাতে আলমমেঁ আয়ি না হোতি
তো জাহের খোদাকি খোদায়ি না হোতি।"

অর্থ —হে প্রিয় নবী! যদি আপনি সৃষ্টি না হতেন তাহলে খোদার খোদায়ি হত না, খোদাকে কেহ জানত না, চিনত না।

এখন আসুন সেই প্রিয় নবীর সানে একটি নাত্ শরীফ পাঠ করছি।

১। ঘোর আঁধারে আলোক দানে, তওহীদের ঐ বিজয় গানে,
জাগিয়ে দিলে, মাতিয়ে দিলে, যতেক্ মমিন্ কূল,
তুমি হাবীবে মাক্‌বুল, তুমি পিয়ারা রাসুল।

২। কর্ণে সবারি ও নাম তব, ঝঙ্কারে গো নিত্য নব,
জগৎ মাঝে পায় না খুঁজে, ও নাম সমতুল। তুমি.....

৩। এই ধরণীর যেই দিকে চায়, তব গুণগান ঐ শুনা যায়,
তোমার নামের বান ডেকেছে, ইসলামে বিল্‌কুল। তুমি.....

৪। দুঃখী ফকির মজুর মুটে, বাদশাহ আমির সবাই ছুটে,
যে যেখানে তোমার পানে, নাই ভেদাভেদ ভুল। তুমি.....

৫। ভায়ের বুকে বুক মিলায়ে, হাম্‌দারদি প্রেম বিলায়ে,
কণ্ঠে সবার রটে যেন, মুহাম্মাদ রাসুল। তুমি.....

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬। ওফাত্ হলেও আজো যাহার, সঙ্গে দেখা হয়গো তাহার,
এ দিল্ যদি তারি নামে, রয় সদা মাসগুল। তুমি.....
৭। সকাল সাঁঝে আর নিশিভোরে, ডাকি তোমায় বারে বারে,
একবার ডাকো আমায় পাকমাজারে, দরুদ সালাম কর কবুল।
তুমি হাবীবে মাক্‌বুল, তুমি পিয়ারা রাসুল।

এবার বলুন — আমাদের প্রিয় নবীর নামপাক কে, কবে, কখন রেখেছেন তাকি আপনাদের জানা আছে? হয়তো বলবেন তিনার আব্বা আম্মা দাদা দাদি নানা নানি রেখেছেন। যেমন আমাদের নাম রেখেছেন এবং আমরাও আমাদের ছেলেমেয়ের নাম রেখে থাকি।

এবার বলুন — আমাদের এবং আমাদের ছেলে মেয়েদের নাম জন্মের পরে রাখা হয়েছে না জন্মের আগে রাখা হয়েছে? জন্মের পরে তাইতো? এবার আসুন আমাদের প্রিয় নবীর নাম কবে কে রেখেছেন শুনুন।

আমাদের প্রিয় নবীর জন্মের ৫৭০ বৎসর পূর্ব্বে হজরত ঈশা আলায়হিস্‌সালাম ঘোষণা করে গেছেন যা ইঞ্জিলে লিখা আছে এবং কোরআনেও লিখা আছে ২৮ পারা সুরা সাফ্‌ফা "অ মোবাস্যেরান্‌বেরাসুলি ইয়াতিমিম বায়াদিস্‌মোহু আহমাদ।"

অর্থ — হে জগতের মানুষ! আমি তোমাদিগকে সুসংবাদ দিয়ে যাচ্ছি একটি রসুলের তিনি আমার পরে আসবেন, তাঁর নাম "আহমাদ।" আমাদের নবী আহমাদ নামেও খ্যাত, মুহাম্মাদ নামেও খ্যাত। আহমাদ অর্থ চরম প্রশংসাকারী, মুহাম্মাদ অর্থ চরম প্রশংসিত।

আমাদের নবীর জন্মের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মুসা আলায়হিস্‌সালাম ঘোষণা করে গেছেন যা তাওরাতে লিখা আছে — আমি তোমাদিগকে একটি সুসংবাদ দিয়ে যাচ্ছি, আমার পরে শেষ এবং সকলের শ্রেষ্ঠ নবী আসবেন, তাঁর নাম "মুহাম্মাদ"। (দঃ)

আমার নবীর জন্মের ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা বেদ ও পুরাণে লিখে গেছেন কলি যুগের কল্কি অবতার, শেষ জামানার পয়গম্বর যিনি আসবেন, তার নাম "মুহাম্মাদ" (দঃ), পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমিনা। পৃথিবীর মধ্যস্থলে মরুভূমিতে শুক্লপক্ষের ১২ তারিখে খাত্‌না দেওয়া অবস্থায় জন্মগ্রহণ করবেন। ইউ পি প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রফেসার নাম বেদপ্রকাশ, তিনি সংস্কৃত ভাষায় একখানি বই লিখেছেন। বইটির নাম "কল্কি অবতার ও মুহাম্মাদ সাহেব"। তারমধ্যে আমাদের প্রিয় নবীর ভবিষ্যতবাণীগুলি প্রকাশ করেছেন। সেই বইটি আমাদের পশ্চিম বাংলায় আসার পর হাওড়া জিলার শিবপুর পঞ্চানন্দতলার অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজের প্রফেসার বইটি বাংলা ভাষায় নাম পরিবর্ত্তন করে রেখেছেন "বেদপুরাণে হজরত মুহাম্মাদ"।

কলিকাতা কলেজের প্রফেসার গৌরী ভট্টাচার্য্য একখানি বই লিখেছেন, বইটির নাম "বাইবেল ও হজরত মুহাম্মাদ" এবং কবি গোলাম মুস্তাফা সাহেবের লেখা "বিশ্বনবী" পড়ে দেখুন।

এর দ্বারা প্রমাণ হল আমাদের নবীর জন্মের হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে তার নাম প্রচার হয়েছে। এত আগে তিনার নাম কে রেখেছেন? সেটাই জানার বিষয়। সাহাবা কেরামগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ! এত আগে আপনার নাম কে রেখেছেন? আল্লার নবী বলেছিলেন ঃ আমার নাম কোন মানুষ রাখে নাই, স্বয়ং আল্লাহ রেখেছেন। যখন আল্লাহ নিজের নূর থেকে আমার নূর সৃষ্টি করেছেন তখনই আমার নাম রেখেছেন "মুহাম্মাদ"। আমি যখন মায়ের পেটে ছিলাম, অদৃশ্য থেকে সংবাদ হত ছেলের নাম রাখবে "মুহাম্মাদ"।

আল্লার নবী এরসাদ করেছেন "আওয়ালা মা খালাকাল্ লাহো নুরী, ওয়াকুল্লো খালায়েক্ মিন্ নুরী, আনামিন্ নুরিল্লাহ।" অর্থ — সর্ব্বপ্রথমে আল্লাহ আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন, আমার নূর থেকে সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আল্লার নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছি।

কিছুদিন আগে হাওড়া জিলার কোলড়া গ্রামে বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে জালসা করতে গিয়েছিলাম, জালসার শেষে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললেন, মওলানা সাহেব! আপনার বক্তব্য খুবই

ভাল লাগলো কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলাম না, বুঝিয়ে দিন। একটা জিনিস থেকে আর একটা জিনিস তৈরী করলে তার অংশ চলে যাবে এবং যা ছিল তা আর থাকবে না, কম হয়ে যাবে। যেমন এক কেজি চিনি থেকে আড়াইশো চিনি নিয়ে শরবৎ করা হয় তবে আর এক কেজি থাকবে না, সাড়ে সাতশো হয়ে যাবে এবং ঐ চিনির আড়াইশো অংশ শরবতে চলে যাবে। অতএব আল্লাহ যদি নিজের নূর থেকে নবীর নূর তৈরী করে থাকেন, তাহলে আল্লার নূর কম হয়ে গেছে এবং আল্লার নূরের অংশ নবীর মধ্যে চলে গেছে, এটা কি করে হতে পারে?

তখন আমি বললাম একটি প্রদীপ নিয়ে আসুন, সেই প্রদীপ থেকে শত শত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়ে নিন, দেখবেন প্রদীপের আলো কমও হবে না এবং অংশও যাবে না।

আল্লাহপাক কোরাণপাকের মধ্যে ১৮ পারা সুরা নূরের মধ্যে ঘোষণা করেছেন —

"মাসালো নূরেহী কা মিস্ কাতিন, ফিহা মিসবাহুন, আল মিসবাহো ফি জোযা যাতিন।"

অর্থ — আমার নূরের মেসাল উপমা — একটি তাক, তাহার মধ্যে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি কাঁচ ঘেরার মধ্যে। ইহার দ্বারা আল্লাহপাক প্রদীপের সঙ্গে নিজের নূরের মেসাল দিয়ে আমাদিগকে বুঝাতে চেয়েছেন। একটি প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ জ্বালালে যেমন তার অংশ যায় না এবং কমও হয় না, সেইরূপ আল্লার নূর থেকে নবীর নূর তৈরী করেছেন, তাতে আল্লার নূরের অংশও যায় না এবং কমও হয় না।

হজরত জিব্রাইল আলায়হিস্সালামকে আল্লার নবী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ জিব্রাইল! তোমার বয়স কত বলতে পার? জিব্রাইল বলেছিলেন ঃ আমার বয়স কত বলতে পারব না, তবে একটি ঘটনা বলছি তার দ্বারা অনুমান করুন আমার বয়স কত হতে পারে। আমি আল্লার আরশে আজিমের নীচে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র চম্কাতে দেখেছি। প্রতিদিন দেখতে পেতাম না, ৭০ হাজার বৎসর পরে একবার করে ৭২ হাজার বার চম্কাতে দেখেছি। তখন আল্লার নবী বলেছিলেন ঃ "ওইজ্জাতো রাব্বী, আনা যালেকাল্ কাওয়াকেব।" অর্থ — আমি আল্লার ইজ্জতের কসম করে বলছি, সেই নক্ষত্র আমিই ছিলাম, সেটা আমারি নূর ছিল। বলুন সুবহান আল্লাহ।

মিসকাত শরীফ

অনেকে বলেন আমাদের নবী ৪০ বৎসর বয়সে নবী হয়েছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল কথা। হজরত ঈশা আলায়হিস্সালাম ৪ দিনের ছেলে বলেছিলেন আমি নবী হয়ে জন্ম হয়েছি, কোরাণে প্রমাণ আছে (সুরা মারিয়েম)।

আমাদের প্রিয় নবী বলেছেন "কুনতো নাবিয়ান ওয়া আদামো বাইনাল্ মায়ে অত্তীন।" অর্থ — আমি তখন থেকে নবী হয়েছি যখন আদম আলায়হিস্সালামের শরীর পানি ও মাটির মধ্যে মিশেছিল, শরীরের গঠন তৈরী হয় নাই। আমাদের নবী ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়াত প্রচার করেছেন।

আল্লাহপাক যেদিন নিজের নূর থেকে নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন, সেইদিনই নাম রেখেছেন "মুহাম্মাদ"। আল্লাহ নিজের নামের সঙ্গে মিল রেখেই নাম রেখেছেন, কেমন মিল রেখেছেন একটু খেয়াল করুন। আল্লাহ নামে চারটি অক্ষর—আলিফ, লাম, লাম, হে ; আল্লাহ। মুহাম্মাদ নামে চারটি অক্ষর — মিম, হে, মিম, দাল ; মুহাম্মাদ। আল্লাহ নামে চারটি অক্ষর — বেনুক্তা, নুক্তা নাই। মুহাম্মাদ নামে চারটি অক্ষর — বেনুক্তা, নুক্তা নাই। লা এলাহা ইল্লাল্লাহু, বারোটি অক্ষর, বেনুক্তা, নুক্তা নাই। মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ, বারোটি অক্ষর, বেনুক্তা, নুক্তা নাই। আল্লাহপাকের কায়া (শরীর) নাই। নবীপাকের ছায়া নাই। বলুন সুবহান আল্লাহ।

এবার একটা জিনিস খেয়াল করুন, একটি প্রদীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জ্বালালে তার অংশ আসে না বটে, কিন্তু তার গুণ পাওয়ার ক্ষমতা আসে। প্রথমের প্রদীপটি সমস্ত কিছু পুড়িয়ে দিবে এবং তা থেকে যে প্রদীপটি জ্বালানো হয়েছে সেও সমস্ত কিছু পুড়িয়ে দিবে। তা বলে দুটি এক নয়।

প্রথমটি সৃষ্টিকর্তা, দ্বিতীয়টি সৃষ্টি। প্রথমটি সৃষ্টি করেছে, দ্বিতীয়টি সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমটি ক্ষমতা দান

করেছে, দ্বিতীয়টি ক্ষমতা পেয়ে ক্ষমতাবান হয়েছে। সেইরূপ আল্লাহপাক নবীকে নিজের ক্ষমতা দান করে ক্ষমতাবান করেছেন। যেমন চাঁদ সূর্য্যের আলোতে আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে। এখন আসুন আল্লাহপাক নিজের ক্ষমতা নবীকে দান করেছেন কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক—

১) আল্লাহ কোরাণে বলেছেন "আল্লাহো নূরূন", অর্থ — আল্লাহ নূর। আল্লাহ কোরাণে সুরা মায়েদায় নবীকে বলেছেন "কাদ যায়াকুম্ মেনাল্ লাহে নূর", অর্থ — আমার নিকট থেকে যে নবী পাঠিয়েছি উনিও হলেন নূর। অতএব আল্লাহ হলেন নূর, নবীকেও বলেছেন নূর।

২) আল্লাহ কোরাণে বলেছেন "বিস্‌মিল্লাহ হির রাহমানির রাহীম"। সুরা তাওবার মধ্যে নবীকেও বলেছেন "রাউফুর রাহীম"। এখানে আল্লাহ নিজেকেও রাহীম বলেছেন, নবীকেও রাহীম বলেছেন। আল্লাহ নিজের রাহীমি গুণ দিয়ে নবীকে সৃষ্টি করেছেন।

৩) আল্লাহ সুরা ফাতেহার মধ্যে নিজেকে বলেছেন "রাব্বিল আলামিন"। সুরা আম্বিয়ার মধ্যে নবীকে বলেছেন "রাহমাতুল্লীল্ আলামিন"। অর্থ — আল্লাহ হলেন বিশ্বকে পালনকর্তা, নবী হলেন বিশ্বকে রহমতদাতা। সাহাবারা নবীপাকের হাতে বায়াত করলেন, আল্লাহ বল্লেন "ইয়াদুল্লাহে ফাওকাআইদিহিম"। অর্থ — নবীর হাতের উপর আমার হাত। অর্থাৎ নবীর হাত আমার হাত।

আল্লার নবী যুদ্ধ ময়দানে কাঁকর ছুড়েছিলেন, আল্লাহ বললেন "অনারামায়তা ইয্‌রামইতা, আলা কিন্নাল্ লাহারামা"। অর্থ — হে নবী, তুমি কাঁকর ফেল না আমি ফেলেছিলাম। নবীর কাজকে আল্লার কাজ বলেছেন।

৪) আল্লাহ কোরাণে নিজের জন্য বলেছেন "হুয়াল্ আওয়ালো, অয়াল্ আখেরো, আজ্জাহেরো, অয়াল্‌বাতেন"। অর্থ — আল্লাহ প্রথমে ও শেষে, প্রকাশ্যে ও গোপনে।

হজরত আব্দুল হক্ মোহাদ্দেস দেহলেবী (রাঃ) বিশ্ববিখ্যাত কেতাব মাদারাজুন্ নাবুয়াতে নবীপাককেও আওয়াল, আখের, জাহের, বাতেন বলে কেতাব আরম্ভ করেছেন। অতএব আল্লাহ আওয়াল, আখের, জাহের, বাতেন। নবীও হলেন আওয়াল, আখের, জাহের, বাতেন।

৫) আল্লাহ কোরাণে আয়তাল্ কুর্শির মধ্যে নিজেকে "হুয়াল হাইউম্ কাইউম্" বলেছেন। অর্থ — আল্লাহ চির জীবিত ও চির কায়েম (ধ্বংস নাই)।

আল্লাহ কোরাণে নবী রসুল ও শহিদের জন্যও বলেছেন "বাল্ আহইয়াউ ইন্দারাব্বেহীম"। অর্থ — তারা আল্লার নিকটে জীবিত আছেন।

আল্লার নবী এরসাদ করেছেন "ইন্নাল্লাহা হারমানা আলাল্ আর্দ্দে, আন্ তাকোলা আজ্‌সাদাল্ আম্বিয়া"। অর্থ — আল্লাহ মাটির জন্য হারাম করেছেন আম্বিয়াদের লাশকে খাওয়া। এমনকি কাফনকে পর্য্যন্ত উই ও মাটিতে খাবে না। আম্বিয়াগণ সশরীরে কবরে জীবিত আছেন এবং পৃথিবী ও আকাশে ভ্রমণ করিতে পারেন। সমস্ত হাদিসে প্রমাণ আছে — আমাদের প্রিয় নবীর মেরাজের রাতে সমস্ত নবী রসুল পয়গম্বরগণ সশরীরে জীবিত অবস্থায় বাইতুল্ মোকাদ্দাসে হাজির হয়ে নবীর পিছনে নামাজ পড়েছিলেন এবং আসমানেও বহু নবীর সঙ্গে আমাদের প্রিয় নবীর সাক্ষাত হয়েছিল।

আমাদের প্রিয় নবীর নাম "মহাম্মাদর রাসুলুল্লাহ"। সমস্ত তফসিরে ইহার অর্থ লিখা আছে — মুহাম্মাদ আল্লাহকে রাসুল হ্যায়। অর্থ — মুহাম্মাদ আল্লার রসুল আছেন। ছিলেন নয়, ছিলেন হলে 'থে' হোত। অতএব আমাদের রসুল এখনও রসুল আছেন, সশরীরে হায়াতেও আছেন। তাহার প্রমাণ দিচ্ছি শুনুন — বিশ্ব কিতাব মাদারাজুন্ নাবুয়াত, ফারসী ও উর্দ্দু দুই ভাষাতেই আছে, দুই হাজার পৃষ্ঠা, ২৫০ টাকা মূল্য। লেখক বিশ্ববিখ্যাত আলেম হজরত মওলানা আব্দুল হক্ মোহাদ্দেস দেহলবী (রাঃ), যিনি ভারতের সর্বপ্রাচীন মোহাদ্দেস।

১। ঐ কিতাবের মধ্যে লিখা আছে — ৫৫৫ হিজরীতে সৈয়দ আহাম্মদ রেফায়ি নামে একজন আল্লাহর নবীর আশেক্ হজ্ করার পরে মদিনা গিয়ে নবীর মাজার শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম পড়েছেন এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেঁদে কেঁদে বলেছেন "ইয়া রাসুলুল্লাহ! হায়াতান্ নবী, আমাকে দেখা দিন, আমাকে দেখা দিন।

চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছে, অনেকে বুঝাচ্ছেন সবুর করুন। কারো কথা শুনছেন না, কেঁদেই চলেছেন। আট দিন কাঁদলেন, হাজি সাহেবদিগকে মদিনা শরীফে আট দিন থাকতে দেওয়া হয়, ৫ × ৮ = ৪০ ওয়াক্ত নামাজ পড়া হলে মদিনা শরীফ থেকে চলে আসতে হয়। যেদিন চলে আসবেন সেইদিন জুমার দিন, জুমার নামাজ পড়ে ৯০ হাজার হাজি নবীর মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম পড়ছেন। সৈয়দ আহাম্মদ রেফায়ি কেঁদে কেঁদে বলছেন "ইয়া রাসুল আল্লাহ, আট দিন কাঁদলাম, আপনার দেখাসাক্ষাত পেলাম না। আপনি যে হায়াতন্ নবী, তার প্রমাণ পেলাম না। আজ আপনার মাজার ছেড়ে চলে যাচ্ছি, হয়তো আর জীবনে আসা হবে না, দয়া করে একখানা হাত মোবারক দেখিয়ে দিন, আমি তাকেই দেখে খুশি হয়ে ফিরে যাবো। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নবী মাজার শরীফ ভেদ করে একখানা হাত মোবারক বার করে দিয়েছেন। সৈয়দ আহাম্মদ রেফায়ি হাত মোবারকে চুমা দিলেন, ৯০ হাজার হাজি নবীপাকের হাত মোবারক দেখতে পেয়েছিলেন। সেই মজলিসে বড় পীর সাহেব আব্দুল কাদের জ্বিলানী রাযিআল্লাহ আনহুও উপস্থিত ছিসলন। বলুন নারায়ে রেসালাত—ইয়া রাসুলআল্লাহ্। এই ঘটনা তবলিগ জামাতের কিতাব তবলিগি নেসাব দ্বিতীয় খণ্ড ফাজায়েল হজ্জ বারে জিয়ারাতুল কবুর্ চালিশ জায়েরিনকি হেকায়েত, লেখক মওলানা জাকারীয়া সাহেব, সাহারানপুর-এর মধ্যেও লিখা আছে।

২। ৫৫৭ হিজরিতে মিসরের বাদশাহ্ নুরুদ্দিনকে আল্লার নবী স্বপ্নে বললেন "এ্যায় বাদশাহ্ নুরুদ্দিন, আমার লাশ চুরি হচ্ছে, হেফাজত কর।" বাদশার ঘুম ভেঙ্গে গেল, একি স্বপ্ন দেখলাম! নবীপাকের লাশ মোবারক কে চুরি করবে? ওজু করে নফল নামাজ পড়ে দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লেন। আবার স্বপ্নে নবীপাক বলছেন "নুরুদ্দিন! আমার লাশ চুরি হচ্ছে, হেফাজত কর। কে চুরি করছে দেখ, ঐ দুটি লোক আমার লাশ চুরি করছে, চিনে নাও।"

বাদশাহ্ লোক দুটিকে চিনে নিলেন। আর ঘুম হল না চিন্তা করতে লাগলেন কি করা হবে। সকালে উজিরকে ডেকে যুক্তি করা হবে। সকালেই উজির নিজেই ছুটে এলেন এবং বললেন, হুজুর! নবীপাক আজ রাত্রিতে পর পর তিনবার স্বপ্নে বলছেন আমার লাশ চুরি হচ্ছে, বাদশাকে হেফাজত করতে বল এবং যারা চুরি করছে সেই লোক দুটিকেও স্বপ্নে দেখিয়ে দিয়েছেন। বাদশাহ্ বললেন আমিও তো ঐ স্বপ্ন দেখেছি, তোমাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম, এখন কি করা হবে বল? উজির বললেন মদিনা শরীফ যেতে হবে, দেখতে হবে কিভাবে চুরি হচ্ছে।

প্রস্তুত হলেন, সঙ্গে ২০ জন সৈন্য নিলেন এবং প্রত্যেকে একটি করে ঘোড়া নিলেন। বহু টাকা পয়সা নিয়ে মদিনা শরীফ রওনা হলেন, মদিনা শরীফে পৌঁছে সকলে গোসল করে মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়লেন। তারপর মাজার শরীফের চতুর্দিকে ঘুরে দেখলেন, কোথাও ভাঙ্গাচুরা কিছু নাই।

বাদশাহ বললেন উজির! কি ব্যাপার! কিছুতো দেখা যাচ্ছে না? উজির বললেন হয়তো দূর থেকে কোনরকমভাবে চুরি করার চেষ্টা চলছে। এক কাজ করা যাক মদিনা শরীফে ঢাঁডারা পিটিয়ে দেওয়া হোক, বাদশাহ্ নুরুদ্দিন এসেছেন সকলের সাথে সাক্ষাত করতে চাইছেন, অনেক টাকা পয়সা এনেছেন দান করবেন, তাহলে সমস্ত লোক আসবে, আমরা লোক দুজনকে চিনে নেব। তাই করা হল ঢোল পিটিয়ে সকলকে খবর দেওয়া হল, সমস্ত লোক আসতে আরম্ভ করলো, বাদশাহ্ উজির দাঁড়িয়ে রইলেন, একটা আসার পথ, একটা যাবার পথ করা হল। সমস্ত লোক বাদশার সঙ্গে সাক্ষাত করে টাকা পয়সা নিয়ে চলে গেল, কিন্তু সেই লোক দুটি এল না, দেখাও গেল না।

বাদশাহ্ বললেন উজির! কি হল, লোক দুটি তো এল না? উজির বললেন হয়তো তারা খবর পাইনি, তাই আসে নাই, খানাতাল্লাসি করে দেখা যাক কে কোথায় আসতে বাকি আছে? পুলিশ দিয়ে খানাতাল্লাসি আরম্ভ হল, দেখা গেল মাজারের একটু দূরে নির্জন ঘরে দুটি লোক মাথায় পাগড়ি পরে জুব্বা পরে জায়নামাজে বসে তসবি পড়ছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পুলিশ জিজ্ঞাসা করলো বাদশাহ্ নুরুদ্দিন সকলকে ডেকেছিলেন সাক্ষাত করার জন্য। তোমরা যাওনি কেন? তারা বলল আমরা ফকির মানুষ, নবীর আশেক্, আমরা জায়নামাজ ছেড়ে তসবি ছেড়ে কোথাও যাই না বাবা। পুলিশ গিয়ে বাদশাহকে শোনাল। বাদশাহ্ উজির দুজনে গিয়ে দেখলেন সেই দুটি লোক। জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কে? কেন এসেছো? এখানে কি করছো বলো? তারা ভয়ে বলতে বাধ্য হল, হুজুর! আপনাদের নবী দু বৎসর আগে হাত দেখিয়েছেন, সেই কথা শুনে আমাদের নাসারা বাদশাহ্ আমাদিগকে পাঠিয়েছেন লাশ চুরি করার জন্য। লাশ নিয়ে গেলে বে-ইজ্জতি করা হবে।

আমরা দিনের বেলা ফকির সেজে তসবি পড়ি, রাতের বেলা গর্ত খুঁড়ে মাটি মোশকে ভরে নিয়ে গিয়ে মদিনার বাইরে ফেলে আসি। তাদের জায়নামাজ সরানো হল, দেখা গেল নীচে পাথর আছে ; পাথর সরানো হল, দেখা গেল গর্ত আছে। গর্তে ঢুকে দেখা গেল মাজারের কাছে পৌঁছে গেছে।

বাদশাহ্ সেই দুটি লোককে কোতল করার আদেশ দিলেন এবং মাজার শরীফের চতুর্পাশের বহু দূর পর্য্যন্ত মাটি খুঁড়ে গর্ত করে সিসে ঢেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে কিয়ামত পর্য্যন্ত নবীপাকের লাশ কেহ চুরি করতে না পারে। এই ঘটনা বিশ্ববিখ্যাত কিতাব মাদারাজুন নাবুয়াতে এবং তবলিগি জামাতের কিতাব তবলিগি নেসাবেও লিখা আছে। (৩৯)

৩। হজরত আবুবক্কর সিদ্দিক রাদিআল্লাহ আনহু ইন্তেকালের সময় মা আয়েশাকে বলেছিলেন — আমার ইন্তেকালের পর হুজুরের মাজারে গিয়ে আমার কবর হুজুরের কবর মোবারকের পাশে দেবার এযাযত্ চেয়ে নিবে।

মওলা আলী শেরে খোদাকে বললেন — আমার লাশের খাটিয়া হুজুরের মাজারের গেটের বাহিরে রেখে হুজুরকে গেট খুলে দিতে অনুরোধ করবে, খুলে দিলে তবে আমার লাশ ভিতরে নিয়ে যাবে।

হজরত আবুবক্কর সিদ্দিক রাদিআল্লাহ আনহু ইন্তেকাল করার পর মা আয়েশা সিদ্দিক (রাঃ) হুজুরের নিকট গিয়ে অনুমতি চেয়েছিলেন, হুজুর অনুমতি দিয়েছিলেন এবং লাশের খাটিয়া মাজারের বাহিরে রেখে মওলা আলী মাজারের দরজা খুলে দিতে অনুরোধ করেছিলেন, নবীপাক নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তবলিগি নেসাবে লিখা আছে দ্বিতীয় খণ্ড ফাজায়েলে হজ্জ। (৩৬)

৪। জজিদ যখন ইমাম হুসেন রাদিআল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে কার্ফু জারী করেছিল, ১৩ দিন মসজিদে আজান নামাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নামাজের সময় হলে নবীপাকের মাজার থেকে আজানের ও আকামাতের শব্দ শুনা যেত। — তবলিগি নেসাব। (৩৭)

৫। হজরত উসমান গনি রাদিআল্লাহ আনহুকে যখন তাহার দুশমনেরা বয়কট করেছিল এমনকি পানি পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল, নিশীথ রাত্রিতে হজরত উসমান গনি (রাঃ) নবীপাকের মাজারে গিয়ে সালাম দিলেন, সালামের জওয়াব পেলেন, তখন নবীপাক বলেছিলেন — উসমান! তোমাকে বয়কট করেছে? তুমি কি আমার কাছে মাদাদ চাইতে এসেছো?

উসমান গনি (রাঃ) বলেছিলেন — ইয়া রাসুল আল্লাহ! আমি ও বিষয়ে মাদাদ চাইতে আসি নাই। আপনি দোওয়া করুন আমি যেন সবর করতে পারি। নবীপাক বললেন — তুমি পানি পান করবে? উসমান গনি বললেন — ইয়া রাসুল আল্লাহ! পানির জন্য আমার কলিজা পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে। নবীপাক বললেন — নাও পানি পান কর। হুজুর মাজার থেকে হাত বার করলেন, হাতে পানির পাত্র, উসমান গনি (রাঃ) পানির পাত্রটি নিয়ে পান করে প্রাণকে শীতল করলেন। নবীপাক বললেন — উসমান তুমি দুনিয়ায় থাকতে চাও না আমার কাছে আসতে চাও?

উসমান গনি (রাঃ) বললেন — আমি আর দুনিয়ায় থাকতে চাই না, আপনার কাছে আসতে চাই। নবীপাক বললেন — তুমি কালকেই আমার কাছে আসবে এবং এসে আমার সঙ্গে এফতারী করবে। উসমান গনি (রাঃ) তার পরদিনেই ইন্তেকাল করেছিলেন, শহীদ হয়েছিলেন।

নবীপাকের মাজারে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বল্লেন, ইয়া রাসুল আল্লাহ। আমাকে করজ থেকে মুক্ত করুন। আমি বড়ই গরীব মানুষ।

সঙ্গে সঙ্গে নবীপাক মাজার থেকে হাত বার করলেন, হাতে টাকার তোড়া, বললেন নাও করজ শোধ করবে যাও। সেই সাহাবী টাকার তোড়া গুণে দেখলেন ৮০টি মোহর আছে, তিনি করজ শোধ করে দিলেন। এইরূপ ৪০টি ঘটনা তবলিগি নেসাব দ্বিতীয় খণ্ড ফাজায়েল হজ্জের মধ্যে লিখা আছে। (২১)

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় সেই হায়াতান নবীকে কিছু মানুষ নিজের মত মনে করে এবং কোরাণ থেকে প্রমাণ দেয় ঃ আল্লাহ কোরাণে বলেছেন — "কুলইন্নামা আনা বাসারুম্ মিসলোকুম, ইউহা এলায়য়া"। অর্থ — হে নবী আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষ, আমার উপর আল্লার ওহী হয়।

অতএব নবী আমাদের মতই মানুষ, তাঁর উপর ওহী হত, আমাদের উপর ওহী হয় না, এই মাত্র তফাত। এবার আসুন এই মতবাদের পক্ষেই একটি উদাহরণ দিচ্ছি পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।

আপনাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে বিদ্যুতের লাইন গেছে, খুঁটির উপরে তামার তার লাগানো আছে, সেই তারের কিছুটা কাটা অংশ নিয়ে বাড়ীতে কাপড় মেলার জন্য খুঁটির উপর লাগিয়ে রেখেছেন। বাড়ীর কাপড় মেলা তার বিদ্যুতের তারকে বলছে তুইও তার, আমিও তার। তুইও তামার, আমিও তামার। তুইও খুঁটির উপরে, আমিও খুঁটির উপরে। তোর মধ্যে কারেন্ট চলছে, আমার মধ্যে কারেন্ট চলে না এই মাত্র প্রভেদ।

তখন বিদ্যুতের তার বলছে তুই আমার মত হলেও আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। আমি আলো জ্বালাতে পারি, পাখা চালাতে পারি, রেডিওতে সারা দুনিয়ার খবর শুনাতে পারি, টেলিভিশনে সারা দুনিয়া দেখাতে পারি, কল-কারখানা মেসিন চালাতে পারি, আমাকে হাত লাগালে কবরস্থানে পাঠাতে পারি।

অতএব নবীপাক আমাদের মত হলেও তিনি হচ্ছেন কারেন্টের মানুষ, আল্লার নূর থেকে সৃষ্টি। আমরা মাটি থেকে সৃষ্টি। আমাদের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলেও আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। নবীপাক আঙ্গুল ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ড করেছেন, ডোবা সূর্য্যকে তুলে মওলা আলীর আসরের নামাজ পড়িয়েছেন, ১৩ বার যুদ্ধ ময়দানে আঙ্গুল থেকে পানির ঝরনা প্রবাহিত করে হাজার হাজার সাহাবীকে পান করিয়েছেন, সশরীরে সাত স্তবক আসমান ভেদ করে আল্লার আরশে আজিমে পৌঁছে আল্লাকে দেখে ও কথা বলে এসেছেন।

আল্লার নবীর ছায়া ছিল না, নবীপাকের শরীর থেকে এবং পেসাব পায়খানা মোবারক থেকে মৃগনাভির সুগন্ধ বাহির হত, নবীপাকের পেসাব পায়খানা মোবারক উম্মতের জন্য পাক ছিল। এক সাহাবীর নবীপাকের পেসাব মোবারক পান করে পেটের অসুখ ভাল হয়ে গিয়েছিল। নবীপাকের জুতা মোবারকের ধূলাতে অন্ধের চোখ ভাল হয়ে গিয়েছিল। এইরূপ হাজার হাজার প্রমাণ হাদিস শরীফে লিখা আছে। আল্লাহ বলেছেন নবী তোমাদের মত। আমরা যেমন বলে থাকি পৃথিবী গোল কমলালেবুর মত, চন্দ্র সূর্য্য গোল থালার মত। বাঘ বিড়ালের মত ইত্যাদি। ইয়াকুত্ পাথর আর সাধারণ পাথর যেমন এক নয়, নবীও মানুষ সাধারণ মানুষ এক নয়।

একটি ফাতওয়া শুনুন—যদি কাহারও মা এবং স্ত্রী পাশাপাশি বসে থাকে, যদি বলে ঃ মায়েরও দুটি হাত, বিবিরও দুটি হাত; মায়েরও দুটি পা, বিবিরও দুটি পা; মায়েরও দুটি চোখ ইত্যাদি, অতএব বিবি আমার মায়ের মত। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুফ্তিরা ফতওয়া দিবে বিবিকে মায়ের মত বলায় নেকা টুটে যায়, নবীকেও নিজের মত বল্লে ঈমান ছুটে যায়। তওবা করে কলমা পড়তে হবে। একবার দরূদ শরীফ পড়ুন।

আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা সাইয়েদেনা মওলানা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলে সাইয়েদেনা মওলানা মুহাম্মাদ।

এবার আসুন দরূদ শরীফের কি ফজিলত শুনুন। আল্লাহপাক কোরাণ শরীফে ঘোষণা করেছেন

আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা সাইয়েদেনা মওলানা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলে সাইয়েদেনা মওলানা মুহাম্মাদ।

এবার আসুন দরূদ শরীফের কি ফজিলত শুনুন। আল্লাহপাক কোরাণ শরীফে ঘোষণা করেছেন — "ইন্নাল্লাহা ওয়া মালায়েকাতাহু ইয়োসাল্লুনা আলান নাবী, ইয়াআইয়োহাল্লাজিনা আমানু সাল্লু আলায়হে ওয়াসাল্লেমু তাসলিমা।" অর্থ — নিশ্চয় স্বয়ং আল্লাহ নিজে এবং সমস্ত ফেরেস্তারা নবীর উপর দরূদ পাঠাচ্ছেন, হে ঈমানদার বান্দা-বান্দিরা তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠাও, সালাম পাঠাও।

ইহার মধ্যে একটি বিষয় খুব চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ আমাদিগকে নামাজ পড়তে আদেশ করেছেন, কিন্তু একথা বলেন না যে আমিও নামাজ পড়ছি তোমরাও নামাজ পড়, জাকাত দিতে আদেশ করেছেন, বলেন না যে আমিও জাকাত দিতেছি তোমরাও দাও, রোজা রাখার আদেশ করেছেন, একথা বলেন না যে আমিও রোজা রাখি তোমরাও রোজা রাখ, ধনীদিগকে হজ্জ করতে আদেশ করেছেন, একথা বলেন না যে আমিও হজ্জ করি তোমরাও হজ্জ কর।

কিন্তু দরূদ শরীফের সময় বলেছেন আল্লাহ নিজে আগে করেছেন, ফেরাস্তাদিগকে করাচ্ছেন এবং আমাদিগকেও করতে আদেশ করেছেন। এই জন্য বিজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন এবং তবলিগ জামাতের কিতাব তবলিবি নেসাবে দরূদ শরীফের ফজিলতের মধ্যে লিখা আছে সমস্ত এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে নবীর উপর দরূদ শরীফ পড়া। কারণ দরূদ শরীফের মধ্যে স্বয়ং খোদা সামিল আছেন। বলুন সুবহান আল্লাহ।

দরূদ শরীফ পড়ার ফজিলত ঃ আল্লার নবী বলেছেন — "মান সাল্লা আলায়হে ওহেদাতান্, সাল্লাললাহো আলায়হে আসরা, ওয়াহুত্তাত্ আন্হো আসারা খাতেয়াতিন, ওয়া রোফেয়াত্ লাহোআসারা দারাযাতিন।" অর্থ — যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়বে তার উপর আল্লার ১০টি রহমত অবতীর্ণ হবে, ১০টি গোনাহ মাফ হয়ে যাবে, ১০ গুণ মর্যাদা আল্লার নিকট বেড়ে যাবে। সুবহান আল্লাহ।

১। তবলিগি নেসাবে লেখা আছে এক ব্যক্তি সারা জীবন গোনাহ করেছিল, একটিও নেকীর কাজ করে নাই, তার মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো সে খুব আরামে আছে। জিজ্ঞাসা করলো তোমার কোন আজাব হয় না? সে বললো না। আমি মিলাদ মহফেলে খুব জোরে দরূদ শরীফ পড়তাম, তার ফলে আল্লাহ আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। বলুন সুবহান আল্লাহ। (১৭)

২। তবলিগি নেসাবে লেখা আছে একটি মেয়েছেলে হজরত হাসান বাসরী (রাঃ)-কে বল্লেন — হুজুর! আমার মেয়ে অনেকদিন ইন্তেকাল করেছে, আমি তাকে স্বপ্নে কোনদিন দেখি নাই, কি অবস্থায় আছে, কোন তদবীর কি আছে, আমার মেয়েকে দেখাতে পার?

হাসান বাসরী (রাঃ) বললেন—এশার পরে ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহার সঙ্গে সুরা আল্হাকো মুত্তাকা মিলিয়ে পড়বে, তারপর দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়বে, তোমার মৃত মেয়েকে স্বপ্নে দেখতে পাবে। (এই নামাজ সকলেই পড়ে মৃত ব্যক্তিকে দেখার চেষ্টা করতে পারেন)

মেয়েটি নামাজ পড়ে দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লো, স্বপ্নে মেয়েকে দেখতে পেল, হাতে পায়ে আগুনের বেড়ি লাগানো আছে, আজাবে চীৎকার করছে। ঘুম ভেঙ্গে গেল, সকালে গিয়ে হাসান বাসরী (রাঃ)-কে ঘটনা শুনালো। হাসান বাসরী (রাঃ) বললেন—তোমার মেয়ের জন্য সদ্কা দান খয়রাত করবে, তোমার মেয়ের আজাব আল্লাহ মাফ করে দিবেন। মেয়েটি বাড়ী চলে গেলেন। পরের রাত্রিতে হজরত হাসান বাসরী (রাঃ) সেই মৃত মেয়েটিকে স্বপ্নে দেখছেন জান্নাতে খুব উঁচু আসনে বসে আছে, সুন্দর চেহারা, সুন্দর পোশাক, খুব আনন্দে হাসছে।

মেয়েটি হাসান বাসরী (রাঃ)-কে বলছে—হুজুর! আমাকে চিনতে পারছেন? হাসান

হাসান বাসরী (রাঃ) বললেন — তোমার মা এখনও সদ্‌কা করে নি, তাহলে তোমার এ পরিবর্তন হল কি করে? মেয়েটি বলল — গতকাল এক বুজুর্গ ব্যক্তি কবরস্থান দিয়ে যাবার সময় মাত্র ১টি বার দরূদ শরীফ পড়ে কবরবাসী মাইয়েতের জন্য বখসে দিয়েছিলেন, তার বিনিময়ে আমর মত ৭০ হাজার গোনাহগারের আজাবকে মাফ করে আল্লাহপাক সকলকে জান্নাতি করে দিয়েছেন। বলুন সুবহান আল্লাহ। (৩৬)

ইহার দ্বারা প্রমাণ হল মেয়েটি অত আজাবের মধ্যে থেকেও হাসান বাসরীর সঙ্গে তার মা কি আলোচনা করেছিল তা জানতে পেরেছিল। তাহলে প্রমাণ হয় সমস্ত মাইয়েতরা এবং আল্লার ওলীরা আমাদের কার্য্যকলাপ দেখছেন ও শুনছেন। তবলিগি নেসাবে লেখা আছে। এখানে আরো একটি কথা চিন্তা করুন — মাত্র ১ বার দরূদ শরীফ পড়ে বখসে দিলে যদি ৭০ হাজার গোনহগার মাইয়েতের আজাব মাফ হয়ে যায়, তাহলে জানাজার নামাজের পরে সুরা এখলাস্, সুরা ফাতেহা, দরূদ শরীফ পড়ে বখসে দিলে মাইয়েতের উপকার হবে না ক্ষতি হবে? নিশ্চয় উপকার হবে।

কিন্তু সেই সওয়াবের কাজকে কিছু ব্যক্তি নাজায়েজ বলে এবং বলে জানাজার ভিতরে দোওয়া করা হয়ে গেছে, পরে দোওয়া করতে হবে না। কিন্তু প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আত্তাহিয়াতো পড়ার সময় দোওয়া মাসুরা পড়ে সারা দুনিয়ার মুসলমানের জন্য দোওয়া চাওয়া হয়, সালাম ফিরাবার পরে পুনরায় হাত তুলে দোওয়া করা হয়। জানাজার নামাজের পরে দোওয়া করা চলবে না কেন? তারা বলে হাদিসে প্রমাণ নাই। শুনুন মিসকাত্ শরীফের হাদিস — বাবুল জানাজার মধ্যে আল্লার নবী এরসাদ করেছেন "এজাসাল্‌লায়তুম আলাল্ মাইয়েতে, ফাখ্‌লেসু লাহুদ্‌দোয়া"। অর্থ — যখন মাইয়েতের জানাজার নামাজ পড়বে তখন খালেস্ দোওয়া করবে। খালেস্ দোওয়া কাকে বলে বুঝে নিন।

একটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি শুনুন, যারা বলে জানাজার ভিতরে দোওয়া করার পর আর দোওয়া করতে হবে না তাদেরকে দাওয়াত করে লম্বা সুরুয়ার তরকারি এবং লম্বা ডাল জামবাটি ভর্ত্তি করে খেতে দিবেন। খাবার পরে যখন পানি চাইবে তখন বলবেন সুরুয়ার মধ্যে, ডালের মধ্যে তো পানি খেলেন। আবার পানির প্রয়োজন কি? তখন বলবে তরকারি, ডালের মধ্যে পানি খেলেও সাদা পানি না খেলে মন ভরে না তখন বলবেন ঐ রকম জানাজার ভিতরে দোওয়া করলেও পরে খালেস্ দোওয়া না করলে আমাদের মন ভরে না।

খবরদার দোওয়া করা ছাড়বেন না। যারা করে না তাদেরকে জানাজার নামাজ পড়তে দিবেন না। হাদিসে আছে—আদ দোওয়াও মাখ্‌খুল এবাদাত, অর্থ—দোওয়া হচ্ছে সকল এবাদতের মগজ।

৩। তবলিগি নেসাবে লেখা আছে জুমার দিনে ৮০ বার দরূদ শরীফ পড়লে ৮০ বৎসরের গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। বলুন সুবহান আল্লাহ।

৪। তবলিগি নেসাবে লেখা আছে ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়লে তার কপালে জান্নাতি বলে আল্লাহপাক লিখে দেন এবং শহীদদের সঙ্গে তার হাশর হবে। এখানে একটি চিন্তার প্রয়োজন আছে। যদি ৮০ বার দরূদ শরীফ পড়লে ৮০ বৎসরের গোনাহ মাফ হয়ে যায়, ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়লে কপালে জান্নাতি বলে লিখে দেওয়া হয় হাদিসে প্রমাণ আছে। (৪) তাহলে জান্নাতের লোভে ঘরবাড়ী, চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, পিতামাতার খিদমত, বিবি ছেলেমেয়ের লালন-পালন মহব্বৎ ছেড়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হবে কেন? ঘরে থেকে সব কিছুই হবে এবং দরূদ শরীফ পড়ে জান্নাতের সার্টিফিকেট কপালে লেখা হয়ে যাবে। পড়ুন মহব্বতের সঙ্গে দরূদ শরীফ।

আল্লাহুম্মা সাল্লেআল্লা সাইয়েদেনা মওলানা মুহাম্মাদ, ওয়াআলা আলে সাইয়েদেনা মওলানা মুহাম্মাদ।

আল্লার নবী এরসাদ করেছেন — "ইন্নিআসমায়ো সালাতে আহ্‌লে মোহাব্বতী, ওয়ারেফোহুম" (দলাএতুল্ খায়রাতের মধ্যে লিখা আছে) অর্থ — আমার উপর মহব্বতের সঙ্গে দরূদ শরীফ পড়লে তাহা আমি শুনি এবং তাকে চিনি। অতএব যত দূর থেকেই মহব্বতের সহিত দরূদ শরীফ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লার নবী এরসাদ করেছেন — "ইন্নিআসমায়ো সালাতে আহ্‌লে মোহাব্বতী, ওয়ারেফোহুম" (দলাএতুল্ খায়রাতের মধ্যে লিখা আছে) অর্থ — আমার উপর মহব্বতের সঙ্গে দরূদ শরীফ পড়লে তাহা আমি শুনি এবং তাকে চিনি। অতএব যত দূর থেকেই মহব্বতের সহিত দরূদ শরীফ পড়া যাক না কেন আল্লার নবী শুনতে পান এবং দেখতে পান।

হয়তো বলবেন কি করে সম্ভব ? আমাদের এখান থেকে মদিনা শরীফ প্রায় কয়েক হাজার মাইল দূরে। উত্তর — বিদ্যুতের সাহায্যে ব্যাটারীর সাহায্যে রেডিও টেলিভিশানের সাহায্যে ঘরে বসে যদি সারা দুনিয়ার খবর শুনা যায়, সারা দুনিয়াকে দেখা যায়, যিনি আল্লার নূরে সৃষ্টি, যার মধ্যে আল্লার কারেন্ট চলছে তিনিও আল্লার দেওয়া শক্তিতে সারা দুনিয়ার খবর শুনতে পান ও দেখতে পান।

আল্লার নবী এরসাদ করেছেন "ইন্নি আরামালা তারাউন, ইন্নি আস্‌মায়োমালা তাস্‌মাউন"। অর্থ — আমি যা দেখতে পাই তোমরা তা দেখতে পাও না, আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। নবীপাক আলোতে আঁধারে সামনে পিছনে সব দেখতেন। আল্লার নবী মেরাজ শরীফ থেকে ফিরে এসে হজরত বেলাল্ রাদিআল্লাহ আনহুকে বলেছিলেন — এ্যয় বেলাল! তুমি যখন আমার সামনে চলাফেরা কর তোমার একটা পায়ের শব্দ হয় আমি শুনতে পাই। কিন্তু যখন আমি মেরাজে গিয়েছি তুমি মসজিদে চলাফেরা করছিলে, আমি সিদারাতালমুস্তাহা থেকে জান্নাত থেকে আল্লার আরশ থেকে তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। বলুন সুবহান আল্লাহ।

ইহার দ্বারা চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে গেল আল্লার নবী যদি সাত স্তবক আসমান ভেদ করে বেলালের পায়ের শব্দ শুনতে পান, আমাদের মহব্বতে দরূদ শরীফও শুনতে পান এবং আমাদিগকে দেখতে পান। জায়াল হাকে লেখা আছে।

হজরত সোলায়মান আলাইহিস্‌সালাম তিন মাইল দূর থেকে পিঁপড়ের কথা শুনতে পেয়েছিলেন কোরাণে সুরা নামালে প্রমাণ আছে। হজরত ইয়াকুব আলায়হিস্‌সালাম ১০ দিনের দূরত্ব পথ থেকে ইউসুফ আলায়হিস্‌সালামের পিরহানের খুসবু পেয়েছিলেন কোরাণে প্রমাণ আছে। হজরত মুসা আলায়হিস্‌সালাম অন্ধকার রাতে ৩০ মাইল দূর থেকে পিঁপড়ে চললে দেখতে পেতেন। এইখানে গিয়ে বিজ্ঞানও হার মেনেছে, আল্লার নবীদের মোযেজা, ওলী আল্লাদের কারামতের কাছে বিজ্ঞান অজ্ঞান হয়ে শত শত বৈজ্ঞানিক কলমা পড়ে মুসলমান হচ্ছেন। বহু বই প্রকাশ হয়েছে, পড়ে দেখুন। বিজ্ঞান না কোরাণ, বৈজ্ঞানিক হজরত মুহাম্মাদ, একসঙ্গে ৪০ জন বৈজ্ঞানিকের ইসলাম গ্রহণ, আমরা কেন মুসলমান হলাম ইত্যাদি।

তবলিগি নেসাব ফাজায়েলে দরূদের মধ্যে লেখা আছে হজরত আবুবক্কর বিন মোজাহীদ স্বপ্নে আল্লার নবীকে দেখছেন, এমন সময় হজরত শেখ শিবলী (রাঃ) এসে উপস্থিত হলেন। আল্লার নবী শেখ শিবলী (রাঃ)-কে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চুমা দিয়ে নিজের আসনে বসালেন। কিছুক্ষণ পরে শেখ শিবলী (রাঃ) চলে গেলেন।

আবুবক্কর বিন মোজাহীদ বললেন — ইয়া রাসুল আল্লাহ! শেখ শিবলী একজন পাগল লোক, তার জন্য আপনি দাঁড়ালেন বুকে লাগালেন নিজের আসনে বসালেন ?

আল্লার নবী বললেন — শেখ শিবলী আমার প্রেমের পাগল দিওয়ানা তাই তার মহব্বতে দাঁড়ালাম বুকে লাগালাম। তাকে পাগল বলবে না, আমি যেমনভাবে সম্মান করলাম এইভাবে সম্মান করবে। তখন আবুবক্কর বিন মোজাহীদ জিজ্ঞাসা করলেন — ইয়া রাসুল আল্লাহ! উনি কি আমল করেন ? নবীপাক বল্লেন — প্রতি ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সালাম ফিরাবার পর "লাকাদ্ যায়াকুম্ রাসুলুম মিন্ আনফোসেকুম" এই আয়াতটি শেষ পর্য্যন্ত একবার এবং "সাল্লাল্লাহো আলায়কা ইয়া মুহাম্মাদ" এই দরূদ শরীফটি তিনবার পাঠ করেন। আশি বৎসর এই আমল করছেন। (৪২)

আবুবক্কর বিন মোজাহীদ এই কথা প্রচার করার পর শেখ শিবলী (রাঃ)-কে যেই দেখতেন সেই

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাঁড়িয়ে পড়তেন, বুকে লাগাতেন, কপালে বুসা দিতেন। ইহার দ্বারা প্রমাণ হল আমরা কি আমল করি, কতবার করি, সব কিছু আল্লার নবী খবর রাখেন এবং ইয়া মুহাম্মাদ ইয়া রাসুল বলে সম্বোধন করলে আল্লার নবী খুশি হন এবং আল্লার নবী শেখ শিবলীর মহব্বতে দাঁড়িয়েছেন এবং দাঁড়াতে হুকুম করেছেন প্রমাণ হল। কিন্তু যাদের কিতাবে লিখা আছে তারাই বলে আল্লার নবী শুনতে পান না, দেখতে পান না, ইয়া নবী, ইয়া রাসুল আল্লাহ বলা চলবে না, নবীর মহব্বতে দাঁড়ানো চলবে না। এবার বিচক্ষণ ভায়েরা আমার চিন্তা করুন, তারা মানুষকে আল্লার নবীর হুকুমের খেলাফ ভুল পথে চালাচ্ছে কিনা? এবং নবীর হুকুমের খেলাফ পথে চললে বেইমান হতে হবে কিনা হাদিসে প্রমাণ আছে। আল্লার নবীর দুধমা দায় হালিমার মহব্বতে দাঁড়াতেন, খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমা জাহারার (রাঃ) মহব্বতে দাঁড়াতেন এবং আদেশ করেছেন "কুমু এলা সাইয়েদেকুম"। অর্থ — নিজ সর্দ্দারের জন্য দাঁড়িয়ে পড়। সাহাবীরা দাঁড়িয়েছেন। তবলিগি নেসাব ফাজায়েলে দরূদ শরীফের মধ্যে লিখা আছে — "এজাদাখালা আহাদোকুম, ফিল্ মাসজেদে ফাল্ইয়োসাল্লিম্ আল্লাননাবী, সাল্লাললাহো আলায়হিস্সালাম। সুম্মাল ইয়াকুল্ আল্লাহুম্মাফতাহ্লি আব্ওয়াবা রাহমাতেকা। অএজা খারাজা মেনাল্ মাস্জেদে ফাল্ইয়োসাল্লিম্ আল্লান্নাবী সাল্লাললাহো আলায়হিস্সালাম। সুম্মাল ইয়াকুল্ আল্লাহুম্মাফতাহ্লি আব্ওয়াবা ফাদলেকা"। অর্থ—আল্লার নবী এরসাদ করেছেন যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করবে তখন আমার উপর সালাম পাঠাবে, তারপর বলবে ইয়া আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার রাহমাতের দারওয়াজা খুলে দিন এবং যখন মসজিদ থেকে বার হবে তখন আমার উপর সালাম পাঠাবে, তারপর বলবে ইয়া আল্লাহ্। আমার জন্য আপনার ফজল্ ও করমের দারওয়াজা খুলে দিন।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হল — আল্লার নবী সারা বিশ্বের মুসলমানকে হুকুম করেছেন মসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং বাহিরে আসার সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিবে। সালাম দেওয়া সুন্নাত্, জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব, অতএব আল্লার নবী সালাম শুনেন এবং সালামের জওয়াব দেন। আলার নবী আদেশ করেছেন যখন তোমরা কবরস্থান দিয়ে যাবে কবরবাসী মাইয়েতকে সালাম দিবে, মাইয়েতের রূহেরা ইল্লীন্ সিজ্জিন্ থেকে সালাম শুনতে পায় এবং জওয়াবও দেয়। আল্লার নবীও আমাদের সালাম শুনেন এবং জওয়াবও দেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ও পরিতাপের বিষয় যাদের কিতাবে ঐ সমস্ত আল্লার নবীর হাদিস লিখা আছে তারাই বলে আল্লার নবীকে সালাম দেওয়া চলবে না, নবীর তাজিমে দাঁড়ানো চলবে না।

আল্লার নবী আদেশ করেছেন সমস্ত পানি বসে পান করবে এবং জম্জম্ কূপের পানি ও ওজুর বাঁচা পানি দাঁড়িয়ে পান করবে। কারণ জম্জম্ কূপ ইসমাইল আলায়হিস্সালামের পায়ের গোঁড়ালির আঘাতে তৈরী হয়েছে, তাই তাঁর পায়ের তাজিমের জন্য এবং ওজুর পানি নাপাক থেকে পাক করায়, তাই তার তাজিমের জন্য দাঁড়িয়ে পান করতে হবে।

এবার ঈমানদার ভায়েরা, যদি অন্তরে বিন্দুমাত্র নবীর মহব্বত থাকে তাহলে বিবেচনা করুন, ইসমাইল আলায়হিস্সালামের কদমের মর্যাদা বেশি না রাহমাতুল্লিল্ আলামিনের মর্যাদা বেশি? ওজুর পানির মর্যাদা বেশি না সেরাজাম্মুনিয়ার মর্যাদা বেশি? দূরে থাকুন ঐ আকিদা থেকে। বিখ্যাত কিতাব মাহ্তাবে আজমীর গরীব নাওয়াজ, তার মধ্যে লিখা আছে হজরত মইনুদ্দিন চিস্তি গরীব নাওয়াজ (রাঃ) ওয়াজ করতে করতে একশত বার দাঁড়িয়েছিলেন। ওয়াজ শেষে মুরীদরা জিজ্ঞাসা করলেন— হুজুর! আপনি কেন বার বার দাঁড়াচ্ছিলেন। গরীব নাওয়াজ বললেন আমি ওয়াজ করতে করতে যখনই ডানদিকে মুখ ফিরাচ্ছিলাম আমার পীর ও মুর্শিদ হজরত উসমান হারুনি রাদিআল্লাহ আনহুর মাজার শরীফ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে ছিল, মাজারের তাজিমের জন্য দাঁড়াচ্ছিলাম। পীরের মাজারের তাজিমের জন্য যদি দাঁড়ানো জায়েজ হয়, দিন-দুনিয়ার বাদশাহর তাজিমে দাঁড়ানো কি নাজায়েজ হতে পারে?

বিখ্যাত তাসাওয়াফের কিতাব সাবে সানাউল শরীফ ফারসী ও উর্দ্দু দুই ভাষায় লেখা, লেখক

হজরত সৈয়দ আব্দুল ওয়াহিদ বালগরামি (রাঃ)। কিতাবের প্রথমে ৫০ পৃষ্ঠার মত কিতাবের ও লেখকের প্রশংসাপত্র আছে বড় বড় ওলী আল্লাদের এবং স্বয়ং রসুলুল্লাহও ঐ কিতাবের প্রশংসা করেছেন। ঐ কিতাবে লিখা আছেঃ হজরত নিজামুদ্দিন আওলীয়া (রাঃ) ওয়াজ করতে করতে বার বার দাঁড়াচ্ছিলেন। ওয়াজের পরে জিজ্ঞাসা করা হল — হুজুর! আপনি বার বার দাঁড়াচ্ছিলেন কেন?

হজরত নিজামুদ্দিন আওলীয়া (রাঃ) বললেন — আমার পীরের দরবারে একটি কুকুর থাকতো, সেই কুকুরের মত একটি কুকুর আমার সামনে দিয়ে বার বার যাতায়াত করছিল। আমি সেই কুকুরের তাজিমের জন্য দাঁড়াচ্ছিলাম।

ইহার দ্বারা বিবেচনা করুন পীরের দরবারের কুকুরের মত কুকুরের জন্য যদি দাঁড়ানো জায়েজ হয়, তাহলে নবীকরিম সাল্লাল্লাহো আলায়হিস্‌সাল্লামের জন্য দাঁড়ানো কি নাজায়েজ হতে পারে? যারা মানা করে তারা নবীর দুশমন, পীর ওলীর দুশমন, মুসলিম সমাজের দুশমন। ঈমানদার ভায়েরা বলুন আমরা সালাম কিয়াম ছাড়ছি না, ছাড়ব না, তোমাদের কথা মানছি না, মানব না। নবীর তাজিম ঈমানের মূল, নইলে এবাদত হবে না কবুল। একটা কথা আপনাদের সকলেরই জানা আছে, হজরত আদম আলায়হিস্‌সালামকে সৃষ্টি করে তাঁর পেসানিতে আমাদের প্রিয় নবীর নূরকে রেখে সেই নূরেরই তাজিম করার জন্য ফেরেস্তাদিগকে তাজিমি সাজদা করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন। সমস্ত ফেরেস্তারা সাজদা করেছিল, কেবল আজাজিল করে নাই।

তার ফলে ছয় কোটি বৎসরের এবাদত বরবাদ করে শয়তান করে জান্নাত থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। মাদারাজুন নাবুয়াতে এই কথা লেখা আছে। (কাহারও মতে ছয় লক্ষ বৎসর) নবীর তাজিম না করলে যদি জান্নাতিকে জান্নাত থেকে বার করে দেওয়া হয়, তাহলে নবীর তাজিম না করে জান্নাতে যাবে কি করে? এর দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লার এবাদতের সঙ্গে নবীর তাজিমের প্রয়োজন আছে, নবীর তাজিম ছাড়া আল্লার এবাদত বরবাদ হয়ে যাবে। আজাজিল সাজদা দিল লাখে লাখ, আদমকে না সাজদা দিয়ে সবই হয়ে গেল ফাঁক। হাদিসে প্রমাণ আছে হজরত কায়াব্ রাদিআল্লাহ আনহু এক সাহাবী ফরজ নামাজের নিয়ত করলে আল্লার নবী এসে তাঁকে ডাকলেন, তিনি নামাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি এসে আল্লার নবীর কাছে হাজির হলেন। আল্লার নবী বললেন—তুমি কি করছিলে, আসতে এত দেরি হল কেন? তিনি বললেন—হুজুর! আমি নামাজ পড়ছিলাম। আল্লার নবী বললেন—তুমি কি আল্লার কোরাণের ঘোষণা শুন নাই? "ইয়া আইয়োহোল লাযিনা আমানুস তাযিবু লিল্লাহে অলির্ রাসুলে এযাদায়া কুম।" (১৮ পারা সুরা ফুরকান) অর্থ — ঈমানদারগণ যখন তোমাদিগকে আল্লাহ এবং আল্লার রসুল ডাকবেন সঙ্গে সঙ্গে জওয়াব দাও এবং হাজির হও। আল্লার ডাকতো আমরা শুনতে পাই না, এখানে নবীর ডাককেই আল্লার ডাক মনে করতে হবে। এবং প্রমাণ হল আল্লার এবাদত করলেও নবীর ডাকে এবাদত ছেড়ে নবীর তাজিমে ছুটে যেতে হবে। সব মোফাস্সেরিনগণ একমত।

সাবেত্ বিন কায়েস্ রাদিআল্লাহ আনহু কানে কালা ছিলেন। আল্লার নবীর কথা শুনতে না পেয়ে জোর করে বলে উঠলেন — ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি শুনতে পেলম না আপনি কি বললেন? নবীর গলার আওয়াজ-এর চেয়ে একটু জোর হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহপাক আয়াত নাজিল করলেন— "ইয়া আইয়োহাল লাযিনা আমানু লাতার্ফাউ আস্‌ওয়া তাকুম্ ফাওকাসাউতিন্ নবী, অলাতাজহারুলাহু বিন্ কাওলে কা জাহরে বায়াদেকুম্ লেযায়াদিন, আন তাহ্‌বাতা আমালাকুম, ওয়া আনতুম্ লা তাস্ ওরুন।" (২৬ পারা সুরা হুজরাত) অর্থ — হে ঈমানদারগণ। নবীর আওয়াজের চেয়ে তোমাদের আওয়াজ উঁচু কর না, যেমন তোমরা পরস্পরে করে থাক, তোমাদের সমস্ত নেক আমল বরবাদ করে দিব, তোমরা টের পাবে না।

চিন্তা করুন নবীর সামনে জোরে কথা বললে যদি সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায় তাহলে যারা নবীকে নিজেদের মত বলে, ভাই বলে, নবীর তাজিমকে ইনকার করে তাদের অবস্থা কি হবে? হাশরের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ময়দানে খালি হাতে উঠতে হবে। আল্লাহপাক যেন ঐ সমস্ত লোককে হেদায়েত করেন, নবীপাকের মহব্বত দান করেন। আমিন! সুম্মা আমিন!

এবার এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখবেন — নবীকে শুধু মেনে নিয়ে কলমা পড়লেই নামাজ পড়লেই পূর্ণ ঈমানদার মুমেন হওয়া যাবে না, নবীকে আল্লাহপাক যে সমস্ত বিশেষ গুণ দান করেছেন সেই সমস্ত গুণগুলিকে সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে হবে।

যেমন কিছু লোকে বলে — আমাদের নবী নিরক্ষর ছিলেন, লিখা পড়া জানতেন না। জিবরাইল ফেরেস্তা হীরা গুহার মধ্যে নবীকে বলেছিলেন — একরা, অর্থ — পড়, নবীপাক বলেছিলেন — আনা-বেকারী, অর্থ — আমি পড়তে জানি না, তারপর জিবরাইল বুকে চেপে ধরে বলেছিলেন — একরা বিসমে রাব্বোকা, অর্থ — আল্লার নামে পড়, তখন নবীপাক পড়তে আরম্ভ করেছিলেন এবং নবীপাক ৪০ বৎসর বয়সে নবী হয়েছিলেন। এই সমস্ত কথা সম্পূর্ণ ভুল।

এবার আসুন কিছু নবী ওলীর জীবনী শুনাচ্ছি ঃ

১। বিশ্ববিখ্যাত কিতাব সাবে সানাউল শরীফ তাসাউফের কেতাব, তার মধ্যে লিখা আছে — হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রঃ) মায়ের পেট হতে ১৫ পারা কোরাণ শরীফের হাফেজ হয়ে জন্মেছিলেন এবং মায়ের পেটের মধ্যে গভীর রাতে আল্লার জেকের করতেন, তিনার মা শুনতে পেতেন।

হজরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর (রঃ) বয়স যখন ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন তখন তিনি হজরত হামিদুদ্দিন নাগোরী (রঃ)-র কাছে কোরাণ শরীফ পড়তে গেলেন। মাত্র ৪ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ ৩০ পারা কোরাণ শরীফ খতম করেছিলেন। হজরত হামিদুদ্দিন নাগোরী (রঃ) খুশি হয়ে বলেছিলেন — বাবা কুতুবুদ্দিন! আল্লাহপাক তোমাকে ছেলেবেলাতেই সমস্ত এলেম দান করেছেন এবং তোমাকে আল্লাহপাক দোস্ত বলে গ্রহণ করেছেন।

২। বিশ্ববিখ্যাত কিতাব (১) বাহ্জাতুল্ আসরার, (২) কালায়েদুল জাওয়াহের, (৩) খোলাসাতুল্ মোফাখার ইত্যাদি আরবী ভাষায় মিশরের ছাপা। ঐ সমস্ত কিতাবের মধ্যে লিখা আছে — হজরত গওশপাক আব্দুল কাদের জিলানী রাদিআল্লাহ আনহু মায়ের পেট হতে ১৮ পারা কোরাণ শরীফের হাফেজ হয়ে জন্মেছিলেন, জন্ম তারিখ থেকে রোজা রেখেছিলেন।

৩। কোরাণ শরীফে সুরা মারিয়মের মধ্যে লিখা আছে — হজরত ঈশা আলায়হিস্সালাম ৪ দিনের ছেলে বলেছিলেন ঃ "ইন্নি আব্দুল্লাহে আতানিয়াল্ কেতাবা অজা আলানি নাবীয়া।" অর্থ — আমি আল্লার বান্দা, আমাকে কেতাব দেওয়া হয়েছে এবং আমি নবী হয়ে জন্মেছি।

এবার চিন্তা করুন অন্যান্য নবী ওলীরা যদি মায়ের পেট হতে কোরাণের হাফেজ হয়ে জন্মে থাকেন, আর বিশ্বনবী সমস্ত নবীর নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন নিরক্ষর ছিলেন, ৪০ বৎসর বয়সে নবী হয়েছিলেন? কত বড় ভুল ও গুমরাহী কথা।

আল্লার নবী বলেছেন — "কুনতো নাবীয়ান্ ওয়া আদামো বাইনাল্ মায়ে অত্তীন্।" অর্থ — আমি তখন থেকে নবী হয়েছি যখন হজরত আদম আলায়হিস্সালাম পানি এবং মাটির মধ্যে মিশে ছিলেন।

এবার শুনুন আল্লাহপাক কোরাণে সুরা রাহমানে ঘোষণা করেছেন — আররাহমানো আল্লামাল কোরাণ। অর্থ — দয়ালু আল্লাহ কোরাণ পড়িয়েছেন ও শিখিয়েছেন। সুরা আল অলাক ৩০ পারায় বলেছেন — সানুক্রেয়োকা ফালা তান্সা। অর্থ — আমি তোমাকে পড়িয়েছি, তুমি কখনও ভুলবে না।

কাকে পড়িয়েছেন? আল্লাহপাক নিজে প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামিনকে কোরাণ পড়িয়েছেন, শিখিয়েছেন। কোরাণ শরীফের মধ্যে কি কি কথা আছে? অলা রাতবিউঁ, অলা ইয়াবেসিন, ইল্লা ফি কেতাবিম মোবিন। অর্থ — জলে স্থলে শুকনা ভিজা যাহা কিছু আছে সমস্ত বস্তুর কথা কোরাণের মধ্যে আছে। সুরা আল আনামে আছে — সমস্ত বস্তুর কথা যদি কোরাণ শরীফের মধ্যে থাকে সেই কোরাণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

শরীফ যদি স্বয়ং আল্লাহপাক নবীপাককে পড়িয়ে থাকেন, শিখিয়ে থাকেন তাহলে সব কিছুই শিখিয়েছেন, কিছু বাকী রাখেন নাই। আল্লাহপাক হজরত আদম আলায়হিস্‌সালামকে সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর নাম ৭ লাখ ভাষায় শিখিয়েছিলেন, জায়াল হাকে লিখা আছে। তাহলে সার্দ্দারে আম্বিয়া রাহমাতুল্লিল আলামিনকে আল্লাহপাক কত এলেম দিয়েছেন তার কি কোন সীমা আছে।

বিশ্ববিখ্যাত কিতাব মাদারাজুন নাবুয়াতের মধ্যে হজরত আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলেবী (রঃ) লিখেছেন — আল্লাহপাক এলেম ও আকেলকে হাজার ভাগ করে এক ভাগকে ভাগ করে সমস্ত সৃষ্টি মানুষ, জ্বীন, ফেরেস্তা, পশু, পাখী ইত্যাদিকে দান করেছেন এবং ৯৯৯ ভাগ এলেম ও আকেল একা হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহো আলায়হিস্‌সালামকে দান করেছেন। বলুন সুবহান আল্লাহ্। এবং আল্লাহপাক কোরাণ শরীফে সুরা নেসার মধ্যে বলেছেন — ওয়া আল্লামাকা মালাম তাকুন্ আয়ালামো অকানা ফাদ্‌লুল্লাহে আলায়কা আজিমা। অর্থ — হে প্রিয় নবী, আপনি যাহা কিছুই জানতেন না সব কিছুই আপনাকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেহেতু আপনার উপর আল্লার বড়ই মেহেরবানী। এই কথার দ্বারা সমস্ত বিচক্ষণ তাফসিরকারকগণ স্বীকার করেছেন আল্লাহপাক নবীকে এলমে গায়েবও দান করেছেন। এবং আল্লাহপাক কোরাণ শরীফে সুরা জ্বিনের মধ্যে বলেছেন — আলেমুল গায়বে ফালা ইউজহারো আলা গায়বেহী আহাদান, ইল্লা মানির তাদামির রাসুলিন। অর্থ — গায়েব জাননেওয়ালা আল্লাহ গায়েবি এলেম কাহাকেও জানান না মনোনীত পছন্দনীয় রসুল ব্যতীত।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হল আল্লাহপাক পছন্দনীয় নবী রসুলদিগকে এলমে গায়েব দান করেছেন।

আল্লার এলমে গায়েব জাতি, নবীর এলমে গায়েব আতায়ি। কোরাণ শরীফে সুরা এরমানের মধ্যে লিখা আছে — হজরত ঈশা আলায়হিস্‌সালাম বলতেন "ওয়ায়ো নাববেয়োকুম্ বেমা তাকুলুনা অমা তাদ্দাখেরুন"। অর্থ — আমি বলিয়া দিতে পারি তোমরা কি খেয়েছো এবং ঘরে কি জমা করে রেখেছো।

এবার চিন্তা করুন হজরত ঈশা আলায়হিস্‌সালামকে যদি আল্লাহপাক এলমে গায়েব দান করে থাকেন, বিশ্বনবীকে আল্লাহপাক এলমে গায়েব দেন না? নিশ্চয় দিয়েছেন, কেরাণ হাদিসে হাজার হাজার প্রমাণ আছে। কিন্তু কিছু মুল্লারা বলে — আল্লার নবীর এলমে গায়েব ছিল না। হয়তো কোন বিষয়ে নবীপাক হ্যাঁ, না কোন উত্তর দেন না, তার মধ্যে নিশ্চয় কোন গূঢ় রহস্য লুকিয়ে ছিল।

এবার আসুন বিশ্ববিখ্যাত কিছু কিতাবের নাম বলে দিচ্ছি — তাফসিরে কাঞ্জুল ঈমান, ফাতাওয়া রেজুরিয়া, জায়াল হাক, সানে হাবিবুর রাহমান, বাহারে সরিয়ত এবং যিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেস হজরত আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেহলেবীর (রঃ) মাদারাজুন নাবুয়াতের মধ্যে এবং ভারত বিখ্যাত মোহাদ্দেস হজরত শাহ ওলী আল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলেবীর (রঃ) আকায়েদে ইসলামের মধ্যে আল্লার নবীর এলমে গায়েব প্রমাণ করেছেন, অবিশ্বাসকারীদিগকে কাফের বলেছেন।

এবং ঐ কিতাবের মধ্যে লিখেছেন — আল্লাহপাক নিজের জাতি নূর হতে নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন এবং নবীপাককে আল্লার সব কিছু সৃষ্টির মালেক করে দিয়েছেন। লিখেছেন — জো কুছ খোদা কা, সব কুছ নবী কা। অর্থ — যা কিছু আল্লার, সব কিছুই নবীর। নবীপাক আল্লার খাজনা থেকে যা ইচ্ছা যা খুশি দিতে পারেন, কিসমত, দৌলত, জান্নাত, এলেম ইত্যাদি। এবং আহ্‌কামে শরিয়তেরও রদবদল করতে পারেন, কাহারও জন্য কিছু জিনিস হালাল ও হারাম করে দিতে পারেন। বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহপাক নবীপাককে আরো একটি বিশেষ গুণ দান করেছেন — কোরাণ শরীফে আল ফাতহার মধ্যে বলেছেন "ইয়া আইয়োহান নাবীয়ো-ইন্না আর সালানা সাহেদাঁও ওয়া মোবাশোরাঁও ওয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাজিরা"। অর্থ — হে নবী আমি আপনাকে নিশ্চয় পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা (হাজের নাজের) সুসংবাদদাতা এবং ডর শুনাবার জন্য।

সাহেদ অর্থ — সাক্ষ্য, আল্লার নবী আল্লাহকে, জান্নাত, জাহান্নাম, পুলসেরাত, মিজান, আরশ কুরশী, ফেরেস্তা, হুর, গেলেমান সব কিছুই চোখে দেখে এসে মানুষের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং মানুষের ভাল মন্দ কাজ-কর্ম্ম দেখছেন, কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিবেন। সাহেদের আর একটি অর্থ হচ্ছে — হাজের ও নাজের, উপস্থিত থাকা এবং চোখে দেখা। জানাজার নামাজের সময় দোওয়া করা হয় — সাহেদেনা, ওয়া গায়েবেনা। অর্থ — যারা উপস্থিত ও যারা অনুপস্থিত। অতএব আল্লার নবীকে আল্লাহপাক সাহেদ বলেছেন, অর্থাৎ হাজের নাজের। সমস্ত বিচক্ষণ তাফ্সিরকারকগণ নবীপাককে হাজের নাজের বলেছেন।

উপরে এলেম গায়েবের প্রমাণের জন্য যে সমস্ত কিতাব ও মোহাদ্দেসগণের নাম বলা হয়েছে, তাঁরা ঐ সমস্ত কিতাবে আল্লার নবীকে হাজের নাজের বলেছেন। কিন্তু কিছু মুল্লার দল বলে আল্লাহ হাজের নাজের, নবী হাজের নাজের নয়। কত বড় ভুল দেখুন।

এবার আসুন হাজের নাজের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। কোন মানুষ এমনকি জ্বিন, ফেরেস্তা, পশু পাখিও হাজের নাজের হতে পারে। হাজির হতে হলে শরীরের প্রয়োজন, স্থানের প্রয়োজন, সময়ের প্রয়োজন। মনে করুন আমি দিনের বেলা আমার বাড়ীতে হাজির আছি, রাতের বেলা কোন স্থানে জলসা করতে গেলাম। তখন আমি আমার বাড়ীতে অনুপস্থিত, জলসার মহফিলে হাজির, উপস্থিত। কোন ফেরেস্তা, জ্বিন, পশু পাখী এখানে ছিল, অন্য স্থানে চলে গেল। এখানে অনুপস্থিত, অন্য স্থানে উপস্থিত বা হাজির। অতএব যে উপস্থিত হতে পারে সে অনুপস্থিতও হতে পারে। আল্লাহপাক কি কখনও অনুপস্থিত ছিলেন? হাজির হয়েছেন? এবং শরীর ছাড়া উপস্থিত হওয়া যায় না, স্থান ছাড়া একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ছাড়া উপস্থিত হওয়া যায় না।

আল্লাহপাক শরীর হতে, স্থান হতে, সময় হতে পাক বা মুক্ত। আল্লাহপাক বিনা শরীরে বিনা স্থানে বিনা সময়ে সবসময় সর্বস্থানে বিরাজমান। কোরাণে ঘোষণা করেছেন — আল্লাহো আলা কুল্লে সাইইন্ মোহীত। অর্থ — আল্লাহপাক সর্বসময় সারা বিশ্বকে বেষ্টন করে আছেন। এবং মানুষ, জ্বিন, ফেরেস্তা, পশু পাখী চোখের দ্বারা দেখে তাকে বলা হয় নাজের। নজর করা বা দেখা। আল্লাহপাক বিনা চোখে দেখেন, তাকে বলা হয় বাসির। কোরাণে বলেছেন — আল্লাহো সামিউন বাসির। অর্থ — আল্লাহপাক শুনছেন ও দেখছেন।

আকাশ যেমন সর্বসময় সারা বিশ্বকে বেষ্টন করে আছে, আসা যাওয়া নাই, উপস্থিত অনুপস্থিত নাই, আল্লাহপাকও সারা বিশ্বকে সর্বসময় বেষ্টন করে আছেন, আসা যাওয়া নাই, উপস্থিত অনুপস্থিত নাই। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য যেমন আসা যাওয়া করে, উপস্থিত অনুপস্থিত হতে পারে, নবী ওলীরাও এবং মানুষরাও সেই রকম আসা যাওয়া করতে পারে, ভ্রমণ করতে পারে, উপস্থিত অনুপস্থিত হতে পারে।

চন্দ্র সূর্য্য ধ্বংস হয় না, চোখের আড়ালে চলে যায়, নবী ওলীরাও শেষ হয়ে যায় না, চোখের আড়ালে চলে যায়। চন্দ্র সূর্য্য যেমন আমাদের মাথার উপর উপস্থিত থেকে সারা বিশ্বকে দেখছে এবং সারা বিশ্বকে আলো দান করছে, আল্লার নবী ওলীরাও আমাদের চোখের আড়ালে থেকে সারা বিশ্বকে দেখছেন এবং তিনাদের রুহানি ফয়েজ সর্ব্বসময় সারা বিশ্বের উপর বিরাজ করছে, হাজির আছে।

হাদিসে প্রমাণ আছে মাইয়েতকে যখন কবরে রেখে ৪০ কদম চলে আসা হয় মুনকের নাকির ফেরেস্তা এসে শওয়াল করে — মা তাকুলো ফি হাজার রাজোলো। অর্থ—ঐ ব্যক্তি কে তোমার সামনে উপস্থিত, উনাকে কি চেন? বেইমানেরা বলে—না চিনি না, ইমানদারেরা বলে—হাজা মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম। অর্থ—উনি হচ্ছেন আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম। এবার চিন্তা করুন একই সময়ে পৃথিবীতে হাজার হাজার মাইয়েত দাফন করা হচ্ছে, নবীপাক সকলের ক-ৰ'ব কি করে হাজির হবেন?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর — একই সময়ে একটা চন্দ্র-সূর্য্যকে যেমন সারা বিশ্বের মানুষ মাথার উপরে হাজির দেখতে পায়, সারা বিশ্বের কবরবাসীও বিশ্বনবী সেরাজাম মুনিরাকেও মাথার উপর হাজির দেখতে পায়। বলুন — মারহাবা মারহাবা ইয়া রাসুল আল্লাহ! হাজের নাজের নবী সাল্লেআল্লা!

এবার একটা প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে — আল্লাহপাক যদি নবীকে কোরাণ শরীফ এবং অসংখ্য জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন তাহলে জিবরাইল ফেরেস্তার মাধ্যমে ওহি পাঠাইবার কি প্রয়োজন ছিল এবং হীরা গুহার মধ্যে জিবরাইল (আঃ) বলেছিলেন একরা পড়ুন, নবীপাক বলেছিলেন আনাবে কারি। অর্থ — আমি জানি না। ইহার কারণ কি?

উত্তর — কোন ব্যক্তি জজ হবার আগে সমস্ত আইন কানুনের বই পড়ে পাশ করে জজ হন, তারপর যখন আদালতে কেস হয় সেই কেসের ফাইল পেশকার জজ সাহেবের কাছে পেশ করে, সেই মত আইন মোতাবেক ফায়সালা করেন। সেইরূপ আল্লার নবী দুনিয়ায় আসার আগে আল্লার নিকটে কোরাণ শরীফ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইন বই পড়ে পাশ করে এসেছেন। তারপর দুনিয়ায় যখন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার ফায়সালার জন্য আল্লাহপাক জিবরাইল পেশকারের দ্বারা কেসের ফাইল নবীপাকের এজলাসে পেশ করেছেন। নবীপাক তার ফায়সালা করেছেন। এবং হীরা গুহার মধ্যে জিবরাইল বলেছিলেন একরা পড়ুন। নবীপাক বলেছিলেন আনাবে কারি। অর্থ — আমি পড়তে জানি না, এ অর্থ নয়, অর্থ হচ্ছে — আমি পড়তে আসি নাই, আমি তো পড়ে এসেছি।

জিবরাইল যখন বললেন একরা বিসমে রাবেব কাল্ লর্জি, অর্থ — আল্লার নামে পড় তখন নবীপাক পড়তে আরম্ভ করলেন। এর দ্বারা আল্লার নবী জগতকে বোঝালেন আমর ওস্তাদ জিবরাইল নয়, আমার ওস্তাদ আল্লাহপাক! আমি জিবরাইলের কথায় পড়ি না, আমার ওস্তাদ আল্লহপাকের নামে পড়েছি! বলুন — মারহাবা মারহাবা ইয়া রাসুল আল্লাহ! নারায়ে রেসালাত! ইয়া রাসুল আল্লাহ!! কিছু মুল্লার দল বলে — ইয়া রাসুল্লাহ, ইয়া গওস, ইয়া খাজা বলা নাজায়েজ এবং সাহাবা ব্যতীত ওলি আল্লাহদিগকে রাদিআল্লাহ আনহু বলা শিখিয়েছেন নাজায়েজ।

উত্তর — কেরাণ শরীফের মধ্যে আল্লাহপাক বলেছেন ইয়া আইয়োহান নাবিয়ো, ইয়া আইয়োহার রাসুলো, ইয়া আইয়োহাল মুজ্জাম্মেলো, ইয়া আইয়োহাল মুদ্দ্যাসেরো, ইয়া আদম, ইয়া ঈশা, ইয়া মুশা, ইয়া ইব্রাহিম, ইয়া ফেরাউন, ইয়া ইবলিস পড়তে, কুলইয়া আইয়োহাল কাফেরুন, অতএব কোরাণ শরীফ পাঠ করার সময় যদি ইয়া কাফেরুন, ইয়া ফেরাউন, ইয়া ইবলিস বলা জায়েজ হয় এবং ঐ শব্দগুলি পাঠ করলে প্রতি অক্ষরে যদি ১০টি করে নেকী পাওয়া যায় তাহলে ইয়া গওস, ইয়া খাজা বলা কি নাজায়েজ হতে পারে। কত বড় গুমরাহি আদিকা। বলুন — নারায়ে গওস, ইয়া গওস।

সাহাবা ব্যতীত ওলী আল্লাহ ও উলামাগণকে রাদিআল্লাহ আনহু বলা জায়েজ আছে, তাহার প্রমাণ — ফাতাওয়া সামি, আলফাতাওয়াল হাদিসিয়া, তাফসিরে জালা লায়েন, তাফসিরে কাবির, আল আজকার, ফতহুল গায়েব, মিসকাত শরীফ, তাজ্‌কেরাতুর রাসিদ ইত্যাদি শত শত কিতাবের মধ্যে ওলী আল্লাহ ও উলামাগণকে রাদিআল্লাহ আনহু বলা জায়েজ লিখা আছে।

দ্বিতীয় ওয়াজ

আউযো বিল্লাহে মিনাস্ শয়তানির্ রাজিম

বিস্‌মিল্লাহ্ হির রহমানির্ রাহীম।

ফাকাদ কালাল্লাহো তায়ালা ফিকেতাবিহিল্ কাদিম। "আলাইয়া আওলীয়া আল্লাহে লা খাওকুন্ আলায়হীম অলাহুম ইয়াহ যানুন।" ১১ পারা সুরা ইউনুস।

অর্থ — আলা সাবধান, হুঁশিয়ার, ডেঞ্জার, খাতরা, বিপদ।

ইন্না-বেসাক, নিশ্চয়, কোন সন্দেহ নাই, আওলীয়া আল্লাহে — আল্লার বন্ধু, আল্লার প্রিয় বান্দা! লা খাওকুন্ আলায়হীম — ভবিষ্যতের কোন ভয় নাই। অলাহুম ইয়াহ যানুন — এবং অতীতের

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন দুঃখ নাই।

ভয় ডর নাহি কিছু ওলী আল্লার।
গম পেরেসানি কিছু না হইবে তার ।।

হাদিসে আছে — "মা লাহুল্ মাওলা, ফালাহুল্ কুল।" অর্থ — আল্লাহ হয়ে যায় যার, সব কিছুই হয়ে যায় তার! অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লার বন্ধু হয়ে যায়, সব কিছুই আল্লার সৃষ্টি বস্তু তার তাঁবেদার হয়ে যায়।

মওলানা রূম্ রাহমাতুল্লাহআলায় বলেছেন—

হার্‌কে খোয়াহাদ্ হাম্ নিসিনি বা খোদা।
উনসিনাদ্ দার হুজুরে আওলীয়া ।।

অর্থ — এই জীবনে খোদার সনে কেহ যদি মিশতে চাও।
ওলীআল্লাহ, ফকির, দরবেশ, আওলীয়াদের সঙ্গ নাও ।।

এক যামানা সোহবতে বা আওলীয়া।
বেহতার্ আদসাল্ আতায়াতে বেরীয়া ।।

অর্থ — একটু সময় আউলিয়াদের সঙ্গলাভে হৃদয়ে বল,
নিষ্কলঙ্ক উপাসনায় নাই সে বল।

আল্লাহ হাদিসে কুদসীর মধ্যে ঘোষণা করেছেন — "মাযালা আব্‌দিহতা কাররাবো এলায়য়া বিন্ নাওয়াফেলে, হাত্তা আহ্‌বাব্‌তাহ, ফাকুতো সামিউল্‌লাবি, ইয়াস্‌মায়োবেহী, ওয়া বাসারাহুল্ লাবি ইয়াবেহসারো বেহা, ওয়া ইয়াদাহল্‌লাতি ইয়াব্‌তাসোবেহা, ওয়া রেজ্‌লাহুল্ লাতি ইয়াম্‌সিবেহা।" অর্থ — আমার কিছু বান্দা এমন আছে তারা অতিরিক্ত নফল এবাদত করতে করতে আমার এতই প্রিয় হয়ে যায়, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যার দ্বারা সে শুনে, চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে কাজ করে, আমি তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলে। অর্থাৎ আল্লাহ প্রিয় বান্দা ওলীআল্লাদের হাতে পায়ে চোখে মুখে কানে নিজের ক্ষমতা দান করেন, তখন ওলীআল্লাদের কাজকর্ম আল্লার কাজে পরিণত হয়। তাকে বলা হয় কারামাত, নবীদের বেলায় বলা হয় মোযেযা। একটি উদাহরণ দিচ্ছি বুঝে নিন — লোহা কালো এবং ঠাণ্ডা, লোহাকে কিছুক্ষণ আগুনের মধ্যে রেখে দিন, লোহা আগুনের মতই লাল এবং আগুনের মতই গরম হয়ে যাবে। তখন গরম লাল লোহা আগুনের মতই কাজ করতে পারবে। ওলীআল্লারাও আল্লার দেওয়া পাওয়ারে আল্লার মতই কাজ করতে পারেন। তাকে বলে কারামাত। এবার আসুন কিছু ওলীআল্লাদের কারামাতের কথা আপনাদিগকে শুনাচ্ছি।

১। কিতাবের নাম বাহজাতুল্ আস্‌রার, আরবী ভাষায় মিশরের ছাপা, তার উর্দ্দুও হয়ে গেছে। সেই কিতাবের মধ্যে লিখা আছে — হজরত বড়পীর সাহেব আব্দুল কাদের জ্বিলানী রাদিআল্লাহ আনহু বাগদাদ শরীফে নিজের দরবারে মুরীদদিগকে নিয়ে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের কথা আলোচনা করছিলেন। সেই সময় বহু দূরে তাফসুঞ্চ শহরে এক পীর সাহেব, তার নাম আব্দুর রহমান, তিনিও মুরীদদিগকে নিয়ে আল্লাহ ও আল্লার রসুলের কথা আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে ফেললেন — বর্ত্তমান জামানায় যত ওলীআল্লা আছেন সবার চেয়ে আমার মর্তবাকে আল্লাহ বড় করেছেন, যেমন উটপাখীর গর্দান সব পাখীর চেয়ে উঁচু। সেই মজলিসে একজন বিদেশী লোক বসে ওয়াজ শুনছিলেন, তার নাম শেখ আহমদ। তিনি রাগে উঠে দাঁড়িয়ে মাথার পাগড়ি খুলে ফেলেছিলেন, পরণের পিরহান ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, বললেন — আব্দুর রহমান! আমি আপনার সঙ্গে লড়াই করবো।

আব্দুর রহমান সাহেব বললেন — আমি তোমার কি করলাম, তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করবে? শেখ আহমদ বললেন — আপনি কেন বললেন সকল ওলীআল্লার চেয়ে আমার মর্তবা বেশি? আপনি কি বড় পীর সাহেব আব্দুল কাদের জ্বিলানী রাদিআল্লাহ আনহুর চেয়ে মর্তবায় বেশি?

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং আল্লার দরবারে খাস মজলিশে ৭০ বার হাজির হয়েছি, সেখানেও কোনোদিন দেখি নাই। হ্যাঁ বাবা, তুমি আব্দুল কাদের জিলানীর কে হও?

শেখ আহমদ বললেন — আমি তিনার মুরীদ। আব্দুর রহমান সাহেব বললেন — তোমার পিরহান পাগড়ি পরে নাও, আমি একটা চিঠি লিখে দিব, তোমার পীর সাহেবকে দিয়ে চিঠির উত্তর নিয়ে আমাকে দিবে। শেখ আহমদ বললেন — আমি যে পিরহান পাগড়ি খুলে ফেলে দিয়েছি তাকে আর পরবো না। সেখান থেকে ১২ দিনের দূরত্ব পথ বিবিকে হেঁকে বললেন — বিবি! দুসরা পিরহান পাগড়ি দে দো। বিবি শুনতে পেয়ে পিরহান পাগড়ি হাত বাড়িয়ে দিলেন। শেখ আহমদ হাত বাড়িয়ে নিয়ে পরে নিলেন। সবাই অবাক হয়ে গেলেন। সুবহান আল্লাহ।

তারপর আব্দুর রহমান সাহেব একটি পত্র লিখে শেখ আহমদের সঙ্গে দুটি মুরীদকে দিয়ে বড় পীর সাহেবের কাছে পাঠালেন, তারা হেঁটে হেঁটে চলেছেন। এমন সময় বড় পীর সাহেব চিঠির উত্তর লিখে দুজন মুরীদকে পাঠালেন, বললেন তাফসুঞ্চ থেকে তিনজন লোক আসছেন চিঠি নিয়ে, তার মধ্যে আমার মুরীদ শেখ আহমদ আছেন। তাহাদিগকে বলবে পত্র নিয়ে যেতে হবে না, পত্রের উত্তর নিয়ে এসেছি। পথে উভয়ের সঙ্গে দেখা হল, পত্র নিয়ে আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে ফিরে গেলেন। পত্রে যা লিখেছিলেন তার উত্তর লিখা আছে এবং বড় পীর সাহেব লিখেছেন — আব্দুর রহমান! তুমি আমাকে চিন না? আল্লার দরবারে আমাকে দেখ নাই? মনে কর যেদিন আল্লাহ তোমাকে বেলায়েত্ দান করেছিলেন, একটি সবুজ পাগড়ি তোমার মাথায় পরিয়ে দিতে এবং একটি পিরহান যার গায়ে সবুজ রঙের সুরা এখলাস লিখাছিল পরিয়ে দিতে বলেছিলেন, আমি আব্দুল কাদের জিলানী পরিয়ে দিয়েছিলাম। এবং তুমি কি আলোচনা করেছো সব শুনেছি, তুমি চিঠিতে কি লিখেছো সবই দেখেছি। সুবহান আল্লাহ! সুবহান আল্লাহ!

বড় পীর সাহেব বলেছেন ঃ "নাজার তো এলা বেলাদিল্লাহে জাময়ান্, কাখার্দ্দা লাতিন্ আলা হুকমিত্ তেসানি।" অর্থ — আল্লার সমস্ত শহর নগর আমার হাতের তালুতে একটি সরিষার দানার মত দেখতে পাই। আব্দুর রহমান সাহেব লজ্জিত হয়ে গেলেন এবং বড় পীর সাহেবের কাছে ক্ষমা চাইলেন।

২। বড় পীর সাহেব একদিন দরবারে মুরীদদিগকে ওয়াজ শুনাচ্ছিলেন এমন সময় একটি মুরীদের নাম সেখ আফিফ্ (রাঃ) তিনি মনে মনে ইচ্ছা করলেন এ সময় একটি কারামত দেখতে পাওয়া গেলে ভাল হত। বড় পীর সাহেব তার মনের কথা জানতে পেরে হেসে বললেন — এ্যায় আফিফ্! কারামত দেখার ইচ্ছা হচ্ছে? যাও রাস্তায় ৫ জন আমার মেহমান আসছে, এগিয়ে আনবে যাও।

(১) মেহমান আজম থেকে আসছেন, তার গায়ের রং লাল, গালে সাদা দাগ আছে, তার হায়াত মাত্র ৯ মাস বাকি আছে, জঙ্গলের বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। সে আমার এখানে ভুনা গোস্ত খাবার নিয়েত করে আসছেন।

(২) মেহমান ইরাক থেকে আসছেন, গায়ের রং সাদা, দুইটি চোখে কম দেখেন, পায়ে লেংড়া, সে আমার কাছে মাত্র এক মাস থাকবেন, তারপর ইন্তেকাল করবেন। সে আমার এখানে ভাত মুরগীর গোস্ত খাবার নিয়েত করে আসছেন।

(৩) মেহমান মিশর থেকে আসছেন, গায়ের রং গমের মত, তার বাম হাতে ৬টি আঙ্গুল আছে এবং বাম জানুতে একটি বর্শা মারার দাগ আছে, ৩০ বৎসর আগে সেই আঘাত লেগেছিল। সে আমার দরবারে মধু ও ঘি খাবার নিয়েত নিয়ে আসছেন।

(৪) মেহমান সাম দেশ থেকে আসছেন, গায়ের রং গমের মত, সাত বৎসর পর মারা যাবেন। সে আমার দরবারে ফল খাবার নিয়েত নিয়ে আসছেন।

(৫) মেহমান এমান থেকে আসছেন, গায়ের রং সাদা, সে ইশাই আছে, তার কাপড়ের মধ্যে ছুরি লুকানো আছে, সে আমাকে পরীক্ষা করতে আসছে। আমি যদি তার মনের কথা বলে দিই তাহলে সে মুসলমান হয়ে যাবে। বলুন সুবহান আল্লাহ!

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে আমার দরবারে মধু ও ঘি খাবার নিয়েত নিয়ে আসছেন।

(৪) মেহমান সাম দেশ থেকে আসছেন, গায়ের রং গমের মত, সাত বৎসর পর মারা যাবেন। সে আমার দরবারে ফল খাবার নিয়েত নিয়ে আসছেন।

(৫) মেহমান এমান থেকে আসছেন, গায়ের রং সাদা, সে ইশাই আছে, তার কাপড়ের মধ্যে ছুরি লুকানো আছে, সে আমাকে পরীক্ষা করতে আসছে। আমি যদি তার মনের কথা বলে দিই তাহলে সে মুসলমান হয়ে যাবে। বলুন সুবহান আল্লাহ!

৫ জন মেহমান এসে উপস্থিত হলেন, যে যা খাবার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলেন সেইমত খাবার দেওয়া হল। ৫ নং মেহমানকে বললেন তুমি তো কোন কিছু খাবার নিয়েত নিয়ে আস নাই, আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছো, তোমার কাপড়ের মধ্যে ছুরি লুকানো আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে মুসলমান হয়ে গেল। (সিরাতে গওসিয়া)

এইরকম বড় পীর সাহেবের হাজার হাজার কারামত আছে, মুর্দ্দাকে জিন্দা করা, মুরগীর গোস্ত খেয়ে হাড় থেকে মুরগী জিন্দা করা ইত্যাদি।

বড় পীর সাহেবের ঐ ঘটনার দ্বারা এল্‌মে গায়েব প্রমাণ করা হল কিনা? কিন্তু কিছু লোক আল্লার নবীর এলমে গায়েব মানতে রাজি নয়। বিশ্ববিখ্যাত কিতাব মাদারাজুন নাবুয়াতের মধ্যে আল্লার নবী এবং ওলীআল্লাহদিগকে আল্লাহ এলমে গায়েব দান করেছেন তার প্রমাণ দিয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত তফসীর কানজুল ঈমানে আলা হজরত আল্লার নবীর এলমে গায়েবের বহু প্রমাণ দিয়েছেন। এই তফসির বাংলা হয়ে গেছে পড়ে দেখুন, মূল্য প্রায় ৫০০ টাকার মত।

বিখ্যাত কিতাব জায়াল্ হাক, ইহার মধ্যে মওলানা ইয়ারমান সাহেব আল্লার নবীর এলমে গায়েবের বহু প্রমাণ কোরাণ হাদিস থেকে দিয়েছেন। এই কিতাবটিও বাংলা হয়ে গেছে পড়ে দেখুন, মূল্য প্রায় ১০০ টাকা। হজরত শাহ ওলীআল্লাহ মোহাদ্দেস (রাঃ) আকায়েদ ইসলামের মধ্যে নবীর এলমে গায়েব প্রমাণ করেছেন।

এবার আমাদের ভারতবর্ষের কিছু ওলীআল্লাদের কারামতের কথা শুনাচ্ছি—

(১) আমেদাবাদে এক আল্লার ওলীর মাজার আছে, তাঁর নাম কুত্‌বে আলমশাহ (রাঃ)। তিনি রাতের অন্ধকারে মসজিদে তাহাজ্জদের নামাজ পড়তে যাচ্ছিলেন। পথের ধারে একটি পাথর পড়েছিল, অন্ধকারে পাথরটি পায়ে ঠক্কর লেগে গেল। তখন তিনি পাথরের উপর পায়ের আঙ্গুল টিপে বলেছিলেন — কিয়া হ্যায় পাথার? একটু পা সরিয়ে বলেছিলেন — কিয়া হ্যায় লাকড়ি? একটু পা সরিয়ে বলেছিলেন — কিয়া হ্যায় লোহা? একটু পা সরিয়ে বলেছিলেন — কিয়া হ্যায় তামা? একটু পা সরিয়ে বলেছিলেন — কিয়া হ্যায় খোদা জানে? পর তারিখে সকালে দেখা গেল যেখানে পা দিয়ে যা বলেছেন তাই হয়ে গেছে। কিছুটা পাথর, কিছুটা কাঠ, কিছুটা লোহা, কিছুটা তামা, যেখানে পা দিয়ে বলেছিলেন খোদা জানে কিয়া হ্যায়, আজ পর্য্যন্ত কেউ বলতে পারে না সেটি কি ধাতু হয়ে গেছে। বৃটিশ সরকার সেই জায়গা থেকে কিছুটা অংশ কেটে নিয়ে গিয়ে ইংলণ্ডের সমস্ত গবেষককে দেখিয়েছিল, কেউ বলতে পারে নাই সেটি কি ধাতু হয়েছে। এখনও সেটি মাজারের পাশে রাখা আছে।

(২) মুরাদাবাদ জিলার আমরোহা। এখানে একজন আল্লার ওলী ছিলেন, তাঁর নাম হজরত সারফুদ্দিন (রাঃ), তাঁর বহু মুরীদ ছিল। কিছুদিন পরে আর একজন আল্লার ওলী এসে আমরোহাতে ঘর বানিয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁর নাম নাসিরুদ্দিন (রাঃ)। তাঁরও কিছু মুরীদ হতে আরম্ভ হল। একথা শুনে সারফুদ্দিন সাহেব বলে পাঠালেন নাসিরুদ্দিন সাহেবকে—আমরোহা আমার এলাকা, এখানে অধিকাংশই আমার মুরীদ, আপনি এখানে মুরীদ করছেন, পরে হয়তো মুরীদে মুরীদে কোন ঝামেলা হতে পারে। অতএব আপনি আমরোহা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যান।

একথা শুনে নাসিরুদ্দিন সাহেব বললেন — আমার পীর এখানে পাঠিয়েছেন। আমি কিছুদিন এখানে থেকে ইন্তেকাল করলে এখানে আমার কবর হবে। আমি এখান থেকে যাব না।

একথা শুনে সারফুদ্দিন সাহেব জালালী খেয়ালে বলেছিলেন — উস্ কা কাবার মেঁ কিয়ামাত

তাহলে কেউতো আপনার কবর জিয়ারত করতে আসবে না? তখন তিনি বলেছিলেন — ফকির যখন বলেছেন তখন নিশ্চয় থাকবে, তবে বিছে কাউকে কামড়াবে না। 'কিসি কো না কাটেগা।'

তারপর সারফুদ্দিন সাহেবের মুরীদরা বললেন — হুজুর! উনি তো বলেছেন বিছে কাউকে কামড়াবে না। আপনার মাজারে যদি গাধা থাকে, পায়খানা পেশাব করে নাপাক করবে। তখন সারফুদ্দিন সাহেব বলেছিলেন — উনি যখন বলেছেন নিশ্চয় থাকবে, তবে পায়খানা পেশাব করবে না। 'না পায়খানা করেগা, না পেসাব করেগা।'

আজ পর্য্যন্ত নাসিরুদ্দিন সাহেবের মাজারে শত শত বিছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাউকে কামড়ায় না এবং কিয়ামত পর্য্যন্ত কামড়াবে না। সারফুদ্দিন সাহেবের মাজারের পাশে প্রতিদিন ১০টা ২০টা গাধা ঘুরে বেড়াচ্ছে, পায়খানা পেশাব করে না এবং কিয়ামত পর্য্যন্ত করবে না। বলুন সুবহান আল্লাহ।

ফকিরের মুখ দিয়ে যে কথা বাহির হয় সে কথা আল্লারই কথা। মুখটা বান্দার, কথা আল্লার। যেমন রেডিও সেন্টারে মানুষ কথা বলে, রেডিওর মাধ্যমে প্রচার হয়।

এবার আসুন আমাদের পশ্চিম বাংলার পীর-ওলীদের কিছু কারামতের কথা বলছি। বীরভূম জেলার খুষ্টি গিরির হজরত সৈয়দ আব্দুল্লাহ কেরমানি (রাঃ) সাহেবের জীবনের বহু কারামত আছে। তার মধ্যে একটি বলছি — সৈয়দ আব্দুল্লাহ কেরমানি (রাঃ) সাহেবের খাঁসি ছাগল ছিল, তার নাম রেখেছিলেন দুলাল। পীর সাহেবের খাঁসি, ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়, সকলে আদর করে ভাত, মুড়ি, চাউল খেতে দেয়। খাঁসিটি খুব বড় হয়ে গেছে, প্রায় ২০-২২ কেজির মত গোস্ত হবে। তা দেখে কাজিপাড়ার ছেলেদের জিভ দিয়ে লালা ঝরতে লাগলো। ১১ জন ছেলে যুক্তি করলো পীর সাহেবের খাঁসিটা খেয়ে নিবো। ধরে লুকিয়ে রাখলো, রাত্রিতে জবেহ করে কষে ১১ জন মিলে খেয়ে ফেললো। সন্ধ্যাবেলা খাঁসি এল না, পীর সাহেবের খাদেমরা খোঁজ করলো, কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না। সকালবেলা পীর সাহেবকে বললো—খাঁসি হারিয়ে গেছে, কোথাও পাওয়া যায় না। তখন পীর সাহেব চোখ বুজে অন্তরচক্ষু দিয়ে খুঁজে দেখলেন খাঁসি কাজিপাড়ার ছেলেদের পেটে ঢুকে গেছে। পীর সাহেব কাজিপাড়ার মোড়ল মাতব্বরদিগকে ডেকে বললেন — তোমাদের ছেলেরা আমার খাঁসি খেয়ে নিয়েছে। ছেলেদের বাপ-মা ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেরা বলল — না, আমরা খাই নাই, পীর সাহেব মিথ্যা কথা বলছেন। ছেলেরা সব পীর সাহেবের কাছে ছুটে এলো এবং বলল — আমরা খাঁসি খেয়েছি প্রমাণ আছে কি?

পীর সাহেব বললেন — প্রমাণ দিচ্ছি। পীর সাহেব খাঁসির নাম ধরে ডাকলেন— দুলাল। ১১ জনের পেটের ভিতর থেকে খাঁসি জওয়াব দিল ম্যে, ম্যে, ম্যে। শত শত লোক শুনতে পেল। পীর সাহেব বললেন — আর একবার যদি ডাকি পেট ফেটে খাঁসির গোস্ত বেরিয়ে আসবে।

তখন তারা পীর সাহেবের পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলো, পীর সাহেব ক্ষমা করে দিলেন এবং বললেন— আমি ইন্তেকাল করলে যেখানে আমার কবর হবে, আমার পায়ের কাছে এই ১১ জনের কবর দিবে। খুষ্টিগিরিতে পীর সাহেবের পায়ের কাছে ১১ জন খাঁসিখোরের কবর আছে, দেখে আসতে পারেন। বলুন সুবহান আল্লাহ। ওলীকা দামান্ নহী ছোড়েঙ্গে।

এবার আসুন আমার পীর ও মুর্শিদ, কাবা ও কিব্‌লা জনাব হজরত শাহ সুফি সৈয়দ গোলাম মোস্তফা আল্‌কাদেরী রাদিআল্লাহ আনহু, কলিকাতা দরবার শরীফ, মেদিনীপুর খানকাহ শরীফ, পিয়ারডাঙ্গা খানকাহ শরীফ, আরামবাগ খানকাহ শরীফের গদ্দিনাসীন ছিলেন। যাঁকে কুত্‌বে বাঙ্গালা বলা হয়। তাঁর হাজার হাজার মুরীদ আছে। তাঁর শত শত কারামত আছে, তার মধ্যে ৩টি কারামত শুনাচ্ছি।

১। হুগলী জেলার খানাকুল থানা, গ্রামের নাম জয়রামপুর। লোকটির নাম সেখ মহর আলী, আমার পীর সাহেবের মুরীদ ছিলেন। তিনি একদিন পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে কলিকাতা দরবার শরীফ গেলেন। পীর সাহেব দেখা মাত্র বললেন — তুমি এখন কেন এলে? তুমি একটা

pdf By Syed Mostafa Sakib

পিয়ারডাঙ্গা খানকাহ শরীফ, আরামবাগ খানকাহ শরীফের গদ্দিনাসীন ছিলেন। যাঁকে কুত্‌বে বাঙ্গালা বলা হয়। তাঁর হাজার হাজার মুরীদ আছে। তাঁর শত শত কারামত আছে, তার মধ্যে ৩টি কারামত শুনাচ্ছি।

১। হুগলী জেলার খানাকুল থানা, গ্রামের নাম জয়রামপুর। লোকটির নাম সেখ মহর আলী, আমার পীর সাহেবের মুরীদ ছিলেন। তিনি একদিন পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে কলিকাতা দরবার শরীফ গেলেন। পীর সাহেব দেখা মাত্র বললেন — তুমি এখন কেন এলে? তুমি একটা মুশিবতের মধ্যে আছো, খানা খেয়ে বাড়ী চলে যাও।

মহর ভাই বললেন — হুজুর! কি মুশিবত আমি তো বুঝতে পারছি না? হুজুর বললেন — ঘরে গিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে দেখলে বুঝতে পারবে। মহর সাহেব বাড়ী এসে উপরতলার ট্রাঙ্কের চাবি খুলে দেখেন স্ত্রীর গহনা, মেয়ের গহনা, নগদ টাকা পয়সা কিছুই নাই। মহর ভাই পুনরায় পীর সাহেবের কাছে ছুটে গেলেন। পীর সাহেব বল্লেন — কি হল বাবা? মহর সাহেব বললেন — হুজুর! আমার টাকা পয়সা গহনা প্রায় ২৫-৩০ হাজার টাকার মত চুরি হয়ে গেছে, কিন্তু ট্রাঙ্কের চাবি লাগানোই ছিল। পীর সাহেব বললেন — মালের জাকাত দাও? মহর বললেন — দিই হুজুর!

পীর সাহেব বললেন — বাড়ীতে গওসপাকের ফাতেহা ১১ই শরীফ কর? মহর বললেন — করি হুজুর। পীর সাহেব বললেন — আমি দোওয়া করছি ৪০ দিনের মধ্যে তোমার টাকা পয়সা গহনা সব কিছুই ফিরে পাবে এবং কে নিয়েছে তাও জানতে পারবে। ৪০ দিনের মধ্যে চোর সহজেই ধরা পড়লো এবং টাকা পয়সা গহনা সব কিছুই ফিরে পেলেন। পীরের চোখের ক্ষমতা দেখুন। কোথায় দরবার শরীফ আর কোথায় খানাকুল।

২। এবার শুনুন মেদিনীপুর জেলা, দাশপুর থানা, গ্রামের নাম শাহচক্। লোকটির নাম সেখ নজরুল ইসলাম। বিবাহ করার পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীর ছেলেমেয়ে হয় নাই। নজরুলের আব্বা একদিন কলিকাতা দরবার শরীফে গিয়ে পীর সাহেবকে বৌমায়ের কথা জানালেন। পীর সাহেব বললেন — পকেটে টাকা আছে? বার কর। একটি ৫ টাকার নোট বার করলেন। পীর সাহেব নোটটির সাদা জায়গায় লিখে দিলেন "কারামতে গওয়স" এবং বললেন — তোমার বৌমায়ের এক বৎসরের মধ্যে ছেলে হবে। নোটের উপর ছেলের নাম লিখে দিলাম, এই টাকাটি খরচ করবে না, ছেলে হলে এই টাকার শিরনী কিনে গওসপাকের ১১ই শরীফ করবে।

সেই সময় পীর সাহেবের কাছে বিহারের একজন মওলানা সাহেব বসেছিলেন, তিনি বললেন — হুজুর! যে মেয়ের ১৬ বৎসর ছেলে হয় নাই আপনি বলে দিলেন এক বৎসরের মধ্যে ছেলে হবে। যদি না হয় তখন কি হবে? এবং বেটাছেলের নামও লিখে দিলেন, যদি বেটিছেলে হয় তখন কি হবে? পীর সাহেব বললেন — আমার মুখ যখন বলে দিয়েছে, কলম যখন লিখে দিয়েছে রদ হবে না, আল্লাহ আমাকে বেইজ্জতি করবে না। এক বৎসরের মধ্যে নজরুলের স্ত্রীর খোকা হল, নাম রাখা হল কারামতে গওস। বলুন সুবহান আল্লাহ!

৩। গত ৭৮ সালের বড় বন্যার সময় হুগলী জেলার খানাকুল থানার গন্‌শা গ্রামে বানপানির মধ্যে এনামুল হককে সাপে কাটল। এনামুলকে আরামবাগ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। এনামুলের নাক মুখ দিয়ে শরীরের লোমকূপ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ডাক্তাররা বললেন—একে কলিকাতা মেডিকেলে নিয়ে যাও, এখানে চিকিৎসা হবে না। কলিকাতা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হল। মেডিকেলের ডাক্তাররা বললেন—এর সমস্ত রক্ত বিষ হয়ে গেছে, দেড় ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত রক্ত বের করে নতুন রক্ত দিতে হবে, নতুবা বাঁচবে না। এখানে হবে না, একে পিজিতে নিয়ে যাও। পিজিতে নিয়ে যাওয়া হল। এনামুলের আব্বা দরবার শরীফ ছুটলেন পীর সাহেবের কাছে, পীর সাহেবকে সকল কথা শুনালেন। পীর সাহেব বললেন — বোতলে পানি নিয়ে এস পড়ে দিচ্ছি। পানি আনা হল, পীর সাহেব মাত্র একবার পানিতে ফুঁক দিয়ে বললেন—পানি পড়া খাইয়ে বাড়ী নিয়ে চলে যাও চিকিৎসা করাতে হবে না। পানি

পড়া নিয়ে গিয়ে খাওয়াবার সঙ্গে সঙ্গে এনামুল সুস্থ হয়ে গেল, হাসপাতাল থেকে চলে এলো। ডাক্তাররা অবাক হয়ে গেলেন। বলুন সুবহান আল্লাহ!

হাদিসে আছে — কারামতে আওলীয়া হাক্কুন। অর্থ — আওলীয়াদের কারামত সত্য, মিথ্যা নয়। কিন্তু কিছু লোক বলেন ওলীআল্লারা যখন হায়াতে থাকেন তখন কারামত দেখাতে পারেন, ইন্তেকালের পর তাদের কোন ক্ষমতা থাকে না। এবার শুনুন ওলীআল্লারা কবরে জীবিত আছেন এবং কারামত দেখাতে পারেন তার প্রমাণ দিচ্ছি।

হজরত আব্দুল হক্ মোহাদ্দেস (রাঃ) ও মুল্লা আলীকারী (রাঃ) কিতাবের মধ্যে লিখেছেন — ওলীআল্লাদের ক্ষমতা ইন্তেকালের পর আরো বেড়ে যায়, কারণ তাঁরা আল্লার সঙ্গে মিশে যান।

বিশ্ববিখ্যাত কিতাব "বাহজাতুল্ আসরার"। আরবী-ভাষায় মিশরের ছাপা, তার উর্দ্দুও হয়ে গেছে। সেই কিতাবের প্রথমেই ৩০টি পাতা খরচ করে শুধু এই প্রমাণ করেছেন ওলীআল্লারা কবরে হায়াতে আছেন, দূর থেকে দেখতে পান, শুনতে পান, মাদাদ্ করতে পারেন।

১। ঐ কিতাবের মধ্যে লিখা আছে—হজরত বড় পীর সাহেব একদিন বহু মুরীদদিগকে সঙ্গে নিয়ে হজরত এমাম আহমাদ হাম্মাল (রাঃ)-এর মাজার শরীফ জিয়ারাত করতে গেলেন। মাজারের পাশে গিয়ে সালাম দিলেন, সালামের জওয়াব শুনতে পাওয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে এমাম হাম্মাল (রাঃ) মাজার থেকে বেরিয়ে এলেন, বড় পীর সাহেবের হাতে মোসাফা করলেন, বুকে বুকে মোয়ানিকা করলেন, অনেক কথাবার্ত্তার পর আবার মাজারে প্রবেশ করলেন। সুবহান আল্লাহ!

২। আমাদের এমাম আবুহানিফা (রাঃ)-এর কাছে একদিন হজরত খিজির (আঃ) এসে বললেন — আমাকে ফেকার মসলা শেখাতে হবে। এমাম সাহেব বললেন—প্রতিদিন ফজরের নামাজের পরে আসবে, মসলা শিখাব। তাই তিনি আসতে আরম্ভ করলেন, কিছুদিন আসার পর এমাম সাহেব ইন্তেকাল করলেন।

খিজির (আঃ) আল্লার কাছে জানালেন—এ্যায় আল্লাহ! এবার আমি কার কাছে মসলা শিখবো? আল্লার হুকুম হল তুমি প্রতিদিন ফজরের পরে এমাম সাহেবের কবরের পাশে গিয়ে প্রশ্ন করবে, উনি কবরের ভিতর থেকে উত্তর দিবেন। খিজির (আঃ) তাই করতে আরম্ভ করলেন, এমামপাক কবর থেকে মসলা শিখাতেন।

মাসারেকুল্ আনুয়ার-এর মধ্যে হজরত ইব্নে যাওযি (রাঃ) বর্ণনা করেছেন—

৩। হজরত বায়াজিদ বুস্তামী (রাঃ) মুরীদদিগকে সঙ্গে নিয়ে সফরে যাচ্ছিলেন। যখন খার্কান্ শহরে পৌঁছালেন নাক তুলে তুলে শুঁকতে লাগলেন। মুরীদরা জিজ্ঞাসা করলেন—হুজুর কি শুঁকছেন? পীর সাহেব বললেন—আমার ইন্তেকালের ৪০ বৎসর পরে এখানে একটি ছেলে জন্ম হবে, তার নাম হবে আবুল হোসেন। সে আমার মুরীদ হবে, আমি তাকে খেলাফতি দিব, তার রূহ এখন আলমে আরওয়াতে আছে, আমি তার খুশবু পাচ্ছি। মুরীদরা শুনে অবাক হলেন। পীর সাহেব বললেন—লিখে রাখো, ছেলেটির চেহারা, নাক, মুখ, চোখ, কান, গায়ের রং, চলাফেরা, কথাবার্ত্তা যেমন হবে পীর সাহেব বলে দিলেন। মুরীদরা লিখে রাখলেন।

পীর সাহেব বললেন—আমার ইন্তেকালের ৫০ বৎসর পরে এখানে এসে খোঁজ করে সেই ছেলের সঙ্গে দেখা করে লিখা ধরে মিলিয়ে নিবে। পীর সাহেবের ইন্তেকালের ৫০ বৎসর পরে মুরীদরা খারকানে এসে আবুল হোসেনের খোঁজ করে বার করলেন। লেখার সঙ্গে আবুল হোসেনের শরীরের সব কিছুই মিলে গেল। তারপর আবুল হোসেনকে বললেন—আমাদের পীর সাহেব তোমাকে মুরীদ করে খেলাফতি দিবেন বলেছিলেন। তিনি তো ইন্তেকাল করেছেন। আবুল হোসেন বললেন—চলো পীর সাহেবের মাজার জিয়ারত করতে যাবো। বহু লোক সঙ্গে গেলেন, মাজারের পাশে গিয়ে আবুল হোসেন সালাম দিলেন, সালামের জওয়াব দিলেন এবং মাজর থেকে বেরিয়ে এসে আবুল হোসেনকে মুরীদ করে খেলাফতি দিয়ে মাজারে প্রবেশ করলেন। (নূরানি তাকবির)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪। বিখ্যাত তাসাউফের কিতাব সাবে সানাউল্ শরীফ, যার পরিচয় আগেই দিয়েছি, সেই কিতাবের মধ্যে লিখা আছে হজরত নিজামুদ্দিন আওলীয়া (রাঃ) ইন্তেকালের পর তাঁর খাস মুরীদ হজরত আমিরে খসরু (রাঃ) পীরের মহব্বতে খাওয়া দাওয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কেঁদে কেঁদে ছয় মাসের মধ্যে ইন্তেকাল করলেন। চতুর্দিকে খবর হয়ে গেল, বহু লোক আসতে আরম্ভ করলো। সেই সময় পুরানা দিল্লীতে একজন পীর সাহেব ছিলেন তাঁর নাম মখদুম সেখ রুকুনুদ্দিন (রাঃ), তিনি মুরীদদিগকে বললেন—চলো হজরত আমিরে খসরু ইন্তেকাল করেছেন, তাঁর জানাজাতে সামিল হয়ে তাঁর জন্য মাগ্‌ফেরাতের দোওয়া করে আসি। আমিরে খসরুর লাশ খাটিয়াতে রাখা ছিল, এমন সময় পীর রুকুনুদ্দিন যখন খাটিয়ার সামনে হাজির হলেন, আমিরে খসরু (রাঃ) উঠে বসলেন, একটি ফারসী কবিতা পাঠ করলেন, যার অর্থ হল—আমি আমার পীরের মহব্বতে ইন্তেকাল করেছি, আমার জন্য পীরের দোওয়াই যথেষ্ট, আমি কারো মাগফেরাতের দোওয়ার আশা করি না। তারপর শুয়ে পড়লেন।

এবার আসুন যারা বলে ওলীআল্লাহ মারা গেছেন, তাদের কোন ক্ষমতাই নাই, তাদের কিতাব থেকে শুনাচ্ছি। তবলিগি নেসাব দ্বিতীয় খণ্ড ফাজায়েলে সাদাকাত-এর মধ্যে লিখা আছে—

১। একজন ওলীআল্লার ইন্তেকালের পরে যখন তাঁকে গোসল দেওয়া হচ্ছিল গায়ে হাত দিলে সে আঙ্গুলকে মুঠো করে কষে ধরেছিলেন। তখন মৃত ব্যক্তিকে বলা হল—আপনি মরেছেন না বেঁচে আছেন? তিনি বললেন—আমি মরেও বেঁচে আছি, আল্লার ওলীরা মরে না, তার প্রমাণ দিলাম। তারপর চুপ হয়ে গেলেন। (৪৭৬ পৃঃ)

২। ঐ কিতাবে লিখা আছে—এক ব্যক্তি ইন্তেকালের পরে গোসল দিবার সময় হাসতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করা হল—আপনি মরেছেন না বেঁচে আছেন? তিনি বললেন আমি মরেও বেঁচে আছি। তারপর চুপ হয়ে গেলেন। (৪৭৬ পৃঃ)

৩। ঐ কিতাবে লিখা আছে—এক ব্যক্তির ইন্তেকালের পরে তাকে কবর দেওয়া হল। নিশীথে রাত্রিতে এক কাফন চোর তার কাফন চুরি করতে গিয়ে কবরের মাটি সরিয়ে দেখে মৃত ব্যক্তি কবরের মধ্যে বসে আছেন, বাতি জ্বলছে কোরাণ শরীফ পাঠ করছেন। চোখে চোখ পড়তেই কাফন চোর বেহুঁস হয়ে গেল, হুঁস হতে বাড়ী ফিরে এল। এবং কবরের খবর বাড়ীর লোকদিগকে শুনাল, অনেকেই সেই কবরবাসীকে দেখার ইচ্ছা করলো। কাফন চোর বললো—কাল তোমাদিগকে নিয়ে যাব। রাত্রিতে সেই কবরবাসী স্বপ্নে কাফন চোরকে বললেন—আমার কবরের খবর আর কাউকে বলবে না, আমার কবর কাউকে দেখাবে না। (৪৭৬ পৃঃ)

ইহার দ্বারা প্রমাণ হল ওলীআল্লারা কবরে জীবিত আছেন, কবরে এবাদতও করেন, প্রয়োজনে কবরস্থানে বাতি জ্বালানো জায়েজ এবং দুনিয়াবাসী কি আলোচনা করেন কবরবাসী তা জানতে পারেন, শুনতে পান। কাফন চোরের আলোচনা জানতে পেরে কবর দেখাতে মানা করেছিলেন। (৩৫ পৃঃ)

তবলিগি নেসাব ফাজায়েলে দরূদ শরীফে লিখা আছে—বালখ্ দেশে একজন সওদাগর ছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের পর দুই ছেলে সমস্ত ধনসম্পদ দুই ভাগে ভাগ করে নিল। সওদাগরের কাছে নবীপাকের তিনটি চুল মোবারক ছিল। দুই ভাইয়ে ভাগ করতে গিয়ে ঝগড়া বেঁধে গেল। কেহ দুটি কেহ একটি নিতে রাজি হল না। সওদাগরের বড় ছেলে বলল ১টি চুল কেটে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করা যাক। সওদাগরের ছোট ছেলে বলল নবীপাকের চুল মোবারক কেটে ভাগ করা যাবে না, বেয়াদবি হবে। বড় ছেলে বলল তাহলে তুমি তিনটি চুলই নিয়ে নাও, আমাকে সব সম্পত্তি দিয়ে দাও। ছোট ছেলে তাতেই রাজি হয়ে তিনটি চুল মোবারক নিয়ে খুশি হলেন, বড় ছেলে সমস্ত ধন সম্পত্তি নিয়ে নিল। ছোট ছেলে চুল মোবারক সঙ্গে রাখতেন, চুমা খেতেন। আল্লার কি কুদরাত! বড় ছেলে আস্তে আস্তে কিছুদিনের মধ্যে ভিখারী হয়ে গেলেন, ছোট ছেলে আস্তে আস্তে ধনী হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর ছোট ছেলে মারা গেলেন। এক ব্যক্তি স্বপ্নে নবীপাককে দেখলেন এবং সওদাগরের ছেলেদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

আল্লার নবী বললেন—সওদাগরের বড় ছেলে আমার চুলকে অবজ্ঞা করার ফলে আল্লাহপাক তাকে দুনিয়া আখেরাতের ভিখারী করেছেন, ছোট ছেলে আমার চুল মোবারকের ইজ্জত করার ফলে আল্লাহপাক তাকে দুনিয়া আখেরাতের ধনী করেছেন। যদি কেহ দুনিয়া আখেরাতের ধনী হতে চায়, সওদাগরের ছোট ছেলের কবরে গিয়ে দোওয়া করলে আল্লাহ কবুল করবেন। সেই কথা প্রচার হবার পর হতে আজ পর্য্যন্ত সওদাগরের ছোট ছেলের কবরে গিয়ে দোওয়া করে দিন দুনিয়ার ধন-দৌলত সংগ্রহ করছে। যাদের কিতাবে লিখা আছে আল্লার নবী বলেছেন ওলীআল্লার মাজারে গিয়ে দোওয়া করলে দুনিয়া আখেরাতের ফায়দা হবে, তারাই বলছে ওলীর মাজারে গেলে গোনাহ্ হবে, শিরক্ হবে। যারা নবীর কথা অমান্য করে ওলীর মাজার যেতে মানা করে, মুসলমানদিগকে দুনিয়া আখেরাতের ফায়দা হতে বঞ্চিত করছে, তারা নবী ওলী ও মুসলমানের, ইসলাম সমাজের দুশমন কিনা বিচার করুন।

আমার এক পরিচিত ব্যক্তি মওলবী আকবর আলী, বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার শ্রীকরা গ্রাম নিবাসী, আমাকে বললেন আমি এ বৎসর আজমীর শরীফ গিয়েছিলাম, খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তি রাদিআল্লাহ আনহুর মাজার শরীফ জিয়ারাত করতে। ফিরে এসে আমার এক আত্মীয়র বিবাহ দিবার জন্য বরযাত্রী যাচ্ছিলাম। পথে যেতে যেতে তবলিগ জামাতের লোকেরা আমাকে বলতে লাগলো তুমি আজমীর গিয়ে গোনাহ করে এসেছো, শিরক্ করেছো। এই কথা শুনে আমি বরযাত্রী না গিয়ে বাড়ী ফিরে চলে এলাম। ঈমানদার ভায়েরা একটু ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করুন, ভারতবর্ষে কোন নবী রসুল আসেন নাই। ভারতে ইসলাম প্রচার করতে গরীব নাওয়াজ এসেছিলেন। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত, মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, আজান, জামাত কার দ্বারা পেয়েছেন? গরীব নাওয়াজের দ্বারা। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে কোটি কোটি মুসলমান দেখতে পাচ্ছেন কার দ্বারা হয়েছে? গরীব নাওয়াজের দ্বারা। গরীব নাওয়াজ না আসলে আমরা ডোম, বাউরী, হাঁড়ি, মুচি, সাঁওতালের বাচ্চা থাকতাম। আজ হাজার হাজার মওলানা, মুফ্‌তি, মওলবী পালে পালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুসলমানকে কলমা পড়াচ্ছে, কতজন অমুসলমানকে কলমা পড়াতে পেরেছে? গরীব নাওয়াজ একাই ১০ লক্ষ অমুসলমানকে কলমা পড়িয়েছেন। এমনকি পাথরের তৈরী মূর্ত্তি বুত্‌কেও কলমা পড়িয়েছেন কিতাবে প্রমাণ আছে। (সাবে সানাউল শরীফ)

শাহজাহান বাদশাহ, আকবর বাদশাহ, আলমগীর বাদশাহ, হায়দ্রাবাদের নিজাম বাদশাহ খাজা বাবার দরবারে ভিখারী সেজে গেছেন, ঝুলি ভরে এনেছেন। বৃটিশের আমলে লাটসাহেব গেছেন, মাথা নত করে এসেছেন। ভারত স্বাধীন হবার পর মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন, ফকরুদ্দিন আলি আহমদ, জৈল সিং সকলেই গেছেন, মনোবাসনা পূর্ণ করে এসেছেন।

প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান খাজা বাবার মাজারে ভিড় জমিয়ে রেখেছেন, কিয়ামত পর্য্যন্ত থাকবেন, কেউ বন্ধ করতে পারবে না। আমি তো দশবার গিয়েছি, আবার যাবার নিয়েত আছে। এবার আসুন যারা খাজা বাবার মাজার যেতে মানা করে তাদের পীর দাদাপীরের কিতাব থেকে বলছি। সামায়েলে ইমদাদিয়া, লেখক হাজী ইমদাদুল্লাহ মোজাহেরে মাক্কি (রাঃ), তিনি দেওবন্দের নেতা মওলানা আসরফ আলী থানবী ও মওলানা রসিদ আহাম্মদ গাঙ্গুহীর পীর, তবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মওলবী ইলিয়াস সাহেবের দাদাপীর। তিনি ঐ কিতাবে লিখেছেন—আমি যখন হিজরত করে ভারত থেকে আরবে গেলাম, মক্কা শরীফে বাস করতে লাগলাম। কিছুদিন পর আমার পয়সা শেষ হয়ে গেল, ৮ দিন জম্‌জম্ কূপের পানি পান করেছিলাম, একদানা খানা পেটে যায় নাই, এমন সময় একজন পরিচিত লোকের কাছে কিছু পয়সা ধার চাইলাম। তার কাছে পয়সা থাকা সত্ত্বেও ধার দিল না। তখন আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম না খেয়ে যদি মরেও যাই কারো কাছে ধার চাইব না। আরো ২-৪ দিন কেটে গেল,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর চলতে পারি না, গা থরথর করছে, দাঁড়াতে পারি না, এবার নিশ্চয় মরে যাবো মনে মনে এই চিন্তা করতে লাগলাম।

এমন সময় হঠাৎ গরীব নাওয়াজ মইনুদ্দিন চিশ্‌তি (রাঃ) সশরীরে আমার সামনে হাজির হয়ে বললেন—আস্‌সালামো আলায়কুম। আমি সালামের জওয়াব দিলাম। গরীব নাওয়াজ বললেন—এ্যায় ইমদাদুল্লাহ! খোদার ঘরে না খেয়ে উপোস দিয়ে মরবে? আমি তোমার অবস্থা দেখে আজমীর শরীফ থেকে ছুটে এসেছি, তোমাকে সাহায্য করতে। কত নিবে নাও, নিজেও খাও, গরীব দুঃখীকেও খাওয়াও। আমি তখন বললাম—ইয়া গরীব নাওয়াজ। আমি কারো জিম্মাদারি নিতে চাই না, আমার নিজের ব্যবস্থা হলেই যথেষ্ট। গরীব নাওয়াজ বললেন—সেটা তোমার ইচ্ছা নাও তোমাকে টাকা দিয়ে যাচ্ছি যত খুশি খাও, ফুরিয়ে গেলে গায়েব থেকে তোমার হাতে আসবে, আমি দোওয়া করছি। এই বলে গরীব নাওয়াজ গায়েব হয়ে গেলেন, আমার আর কোন অভাব রইল না।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হল গরীব নাওয়াজ মাজার থেকে সব কিছুই দেখছেন, প্রয়োজন হলে মাদাদ করতে ছুটে যান।

এখানে আর একটা কথা বুঝবার আছে, হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব খোদার কাবা ঘরে উপোস দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, খোদা কি দেখতে পাননি? হাজী সাহেব কি খোদার কাছে চাননি? নিশ্চয় চেয়েছেন, খোদা কেন দেননি?

এর দ্বারা আল্লাহ হাজী সাহেবকে এবং জগতের মানুষকে শিক্ষা দিলেন আমার কাবা ঘরে এসেও যদি সরাসরি আমার কাছে কিছু চাও আমি দিব না, চাইতে হলে নবী ওলীর ওসিলা দিয়ে চাইতে হবে, আমি নবী ওলীর মাধ্যমে দিয়ে থাকি।

যারা খাজা বাবার মাজার যেতে মানা করে তাদের পীর, দাদাপীর খাজা বাবার সাহায্য খেয়ে বেঁচেছিলেন। ঐ কিতাব থেকে আরো একটি ঘটনা শুনাচ্ছি, হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব লিখেছেন ঃ আমার পীর নূর মহম্মদ ঝন্‌ঝনাবী সাহেবের ইন্তেকালের পরে আমার একজন তাঁতি পীরভাই নূর মহম্মদ সাহেবের মাজারে গিয়ে বলেছিলেন—হুজুর! আমি বড়ই গরীব মানুষ, তাঁত বুনে সেই পয়সায় আমার সংসার চলে না, খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমার কিছু ব্যবস্থা করুন। পীর সাহেব মাজারের ভিতর থেকে বললেন—বাবা তুমি দৈনিক চার আনা আমার মাজার থেকে নিয়ে যাবে। তখনকার চার আনা এখনকার ৪০ টাকার সমান। তখন চার পয়সা সের চাউল ছিল, এখন ৪ × ১০ = ৪০ টাকার সমান। প্রতিদিন যেতেন মাজার থেকে চার আনা পয়সা আনতেন। হাজী সাহেব বলেন আমি একদিন পীর সাহেবের মাজারে জিয়ারত করতে গেলাম, দেখি তাঁতি পীরভাই উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলাম—কি করতে এসেছে? সে বলল—আমি পীর সাহেবের মাজার থেকে প্রতিদিন চার আনা পয়সা ভাতা পাই, তাতে আমাদের সংসার ভালোভাবেই চলছে। যারা বলে ওলীআল্লারা দিতে পারে না, চাওয়া শিরক্, তাদের দাদাপীর নিশ্চয় দিয়ে শিরক্ করেছেন এবং চাচাপীর পীরের কাছে নিয়ে শিরক্ করেছেন। নাউযোবিল্লাহ। এইরূপ বহু প্রমাণ আছে, এইখানেই শেষ করলাম।

ওলীআল্লারা যখন কবরে জীবিত আছেন প্রমাণ হল, তখন দুনিয়ায় থাকাকালীন তাঁহাদের যেমন তাজিম করা জায়েজ ছিল, মাজারে থাকাকালীন সেইরূপ তাজিম করা জায়েজ আছে।

নবী, ওলী, পিতা, মাতা, পীর, বুজুর্গগানের হাতে পায়ে চুমা দেওয়া হাদিসে জায়েজ আছে। সাহাবা কেরামগণ নবীপাকের কদম মোবারকে চুমা দিতেন এবং নবীপাক খাতুনে জান্নাত হজরত ফাতেমা জোহরা রাদিআল্লহ আনহুর কপালে চুমা দিতেন। এমাম হাসান হুসেন রাদিআল্লাহ আনহুর মুখে চোখে গালে কপালে মাথায় চুমা দিতেন। আমরাও আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে চুমা দিয়ে থাকি। আল্লার নবী হজরত উসমান বিন্ মাউইনকে ইন্তেকালের পরে মৃতদেহ খাটিয়াতে শায়িত অবস্থায় চুমা দিয়েছিলেন। নবীপাকের ইন্তেকালের পরে লাশ মোবারক খাটিয়াতে শায়িত অবস্থায় হজরত আবুবক্কর সিদ্দিক রাদিআল্লাহ আনহু ঝুঁকে পড়ে হুজুরের পেসানিতে কদম মোবারকে মুখ মাতা পিতার কবর চুমতে কোন

দোষ নাই এবং হাজরে আস্‌ওয়াদ পাথরে নবীপাক বুশা দিয়েছেন, সাহাবাগণ চুমা দিয়েছেন। আজও সারা দুনিয়ার মুসলমানরা ঝুঁকে ঝুঁকে মুখ দিয়ে বুশা দিচ্ছেন। হয়তো বলবেন মাজার তো ইঁট পাথরের তৈরী, তাতে চুমা দিলে কি পীরের পায়ে বুশা দেওয়া হবে?

উত্তর—কোরাণ শরীফ পিচবোর্ড, চামড়া দিয়ে বাঁধানো আছে, কোরাণের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার ফলে পিচবোর্ড চামড়ায় চুমা দিলে কোরাণেই চুমা দেওয়া হয়। সেইরূপ নবী ওলী পিতামাতার কবরে চুমা দিলে তাহাদিগকে চুমা দেওয়া হয়।

কোরাণ শরীফের তাজিমের জন্য যেমন কাপড়ের জুযদান দেওয়া হয়, কাবাঘরের তাজিমের জন্য কাপড়ের গেলাফ দেওয়া হয়, নবীপাকের মাজারে যেমন সবুজ রংয়ের গেলাফ ঝোলানো আছে, আল্লার ওলীর মাজারেও তাজিমের জন্যও গেলাফ বা চাদর দেওয়া জায়েজ আছে।

বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ফাতাওয়া রেজুবিয়া, যাহার মূল্য তিন হাজার টাকা; বাহারে সারিয়াত বিখ্যাত ফাতাওয়ার কিতাব, মূল্য পাঁচশত টাকা; বিখ্যাত কিতাব জায়াল্ হাক্, যাহার মূল্য একশত টাকা; তাকসিরে রহুল্‌বায়ানেও আল্লার ওলীর মাজারে চাদর এবং ফুল দেওয়া জায়েজ লিখা আছে।

বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ফাতাওয়া আলমগিরি বাবেজিয়ারাতুল কবুরের মধ্যে লিখা আছে—"ওয়াদউল্‌ওরুদে আর রেয়াহীন্ আলাল্ কবুরে হাসানুন।" অর্থ—কবরে ফুল এবং খোসবু রাখা উত্তম কাজ। ফুলেরই নির্যাস আতর গোলাপ মাইয়েতের কাফনে দেওয়া হয়।

ফুল হারাম হলে আতর গোলাপও হারাম হবে।

তবলিগি নেসাব দ্বিতীয় খণ্ড বাবুস্ সাদাকাতে লিখা আছে ঃ এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছেন কিয়ামত হচ্ছে, বিভিন্ন মাইয়েত বিভিন্ন সুরতে এবং বিভিন্ন পোশাক পরে উঠছে। এক মাইয়েতের কবরে লাশের উপর ফুল দিয়ে ঢাকা আছে। সেই মাইয়েতকে জিজ্ঞাসা করা হল তোমার কবরে ফুল কেন? সে বলল আমি বেশী বেশী নফল রোজা রাখতাম, তাই আল্লাহ খুশি হয়ে আমার কবরে ফুল দিয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হল স্বয়ং আল্লাহ নেক বান্দাদের কবরে খুশি হয়ে ফুল দেন। স্বয়ং আল্লাহ যখন কবরে ফুল দেন আমরা দিলে নাজায়েজ হবে কেন? কিছু লোক বলে কবরে ফুল দিলে কবর পূজা করা হয়।

উত্তর—প্রতি ওয়াজ মহফিলে টেবিলের উপর চাদর দিয়ে ফুলদানিতে ফুল রাখা হয়, তাহাকে টেবিল পূজা বলে না কেন? বর কনের গলায় ফুলের মালা এবং বরের ট্যাক্সিকে ফুল দিয়ে সাজানো হয়, তাহাকে বর পূজা, ট্যাক্সি পূজা বলে না কেন? সেগুলি সব জায়েজ, কেবল ওলীর মাজারে ফুল দেওয়া নাজায়েজ। যারা ওলীর সঙ্গে দুশমনি করে আল্লাহ তাদের সঙ্গে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। হাদিসে কুদশী।

ওলীর মাজারে চাদরে চুমা দিলে কিছু লোক বলে কবরকে সাজদা করা, ঝুঁকলেই নাকি সাজদা হয়ে যায়।

উত্তর—সাজদার শর্ত হচ্ছে কেবলার দিকে মুখ করতে হবে, কপাল নাক হাঁটু পায়ের আঙ্গুল মাটিতে ঠেকাতে হবে, সুব্‌হানা রাব্বিলআলা তসবিহ পড়তে হবে, আল্লাহকে সাজদা করছি বলে নিয়েত করতে হবে, নতুবা সাজদা হবে না।

জামাতে নামাজ পড়ার সময় এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির পায়ের কাছে সাজদা দেয়, তাতে কোন দোষ নাই; কারণ নিয়েত হচ্ছে আল্লাহকে সাজদা দেওয়া, মানুষকে নয়।

বুখারী শরীফের প্রথম হাদিস হচ্ছে "ইন্নামাল্‌আমালো বিন্ নিয়াত।" অর্থ—যে কোন কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে। বিখ্যাত কিতাব সাবে সানাউল শরীফ, যার পরিচয় আগেই দিয়েছি, সেই কিতাবে লিখা আছে ঃ হজরত মখদুম শাহ (রঃ) হজ্জ করতে গিয়ে নিশীথ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে গিয়ে দেখছেন কাবা শরীফ নাই, অবাক হয়ে গেলেন। বললেন — ইয়া আল্লাহ! কাবা শরীফ কোথায় গেল? আল্লার এল্‌হাম হল— কাবা শরীফ দিল্লী

pdf By Syed Mostafa Sakib

আঙ্গুল মাটিতে ঠেকাতে হবে, সুব্হানা রাব্বিলআলা তসবিহ পড়তে হবে, আল্লাহকে সাজদা করছি বলে নিয়েত করতে হবে, নতুবা সাজদা হবে না।

জামাতে নামাজ পড়ার সময় এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির পায়ের কাছে সাজদা দেয়, তাতে কোন দোষ নাই; কারণ নিয়েত হচ্ছে আল্লাহকে সাজদা দেওয়া, মানুষকে নয়।

বুখারী শরীফের প্রথম হাদিস হচ্ছে "ইন্নামাল্আমালো বিন্ নিয়াত।"
অর্থ—যে কোন কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে। বিখ্যাত কিতাব সাবে সানাউল শরীফ, যার পরিচয় আগেই দিয়েছি, সেই কিতাবে লিখা আছে ঃ হজরত মখদুম শাহ (রঃ) হজ্জ করতে গিয়ে নিশীথ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে গিয়ে দেখছেন কাবা শরীফ নাই, অবাক হয়ে গেলেন। বললেন — ইয়া আল্লাহ! কাবা শরীফ কোথায় গেল? আল্লার এল্হাম হল— কাবা শরীফ দিল্লী গেছে হজরত নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলেবীকে তওয়াফ্ করতে, এক্ষুণি চলে আসবে। কিছুক্ষণের মধ্যে কাবাঘর উপস্থিত হয়ে গেল। সুবহান আল্লাহ।

হয়তো বলবেন একথা কি করে বিশ্বাস করা যায়? কাবাঘর দিল্লী চলে এলো, আবার মক্কা শরীফে চলে গেল। আসুন কোরাণ শরীফ থেকে একটি ঘটনা শুনাচ্ছি, বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন। হজরত সোলায়মান্ আলায়হিস্সালাম জ্বিনের বাদশাহকে বলেছিলেন খুব তাড়াতাড়ি মুল্কেসাবা থেকে বিলকিসের সিংহাসন আমার দরবার জেরুজালেমে হাজির কর। জ্বিনের বাদশাহ বলেছিলেন এখান থেকে মুল্কেসাবা বহু দূরে, বিল্কিসের সিংহাসনটি ৮০ গজ লম্বা ৩০ গজ উঁচু ৪০ গজ চওড়া, সোনাচাঁদি দিয়ে তৈরী, সাতটি লোহার ঘরে তালাবদ্ধ আছে। তাড়াতাড়ি আনতে পারব না, দেরী হবে। তখন এক ফকির, তার নাম আসেফ বিন্ বার্খীয়া, তিনি দাঁড়িয়ে বললেন—"আনা আতিকা বিহি কাব্লা আঁই ইয়ারদা এলায়কা তারকোকা।" অর্থ—আমি এনে দিব চোখের পাতা বন্ধ করে খোলার আগেই। এক পলকের মধ্যে মাটির তলা দিয়ে হাজির করেছিলেন। কোরাণে প্রমাণ আছে।

অতএব একজন ফকির মানুষ যদি এক পলকের মধ্যে অত বড় সিংহাসন হাজির করেন তাহলে আল্লাহও পারেন এক পলকে কাবাঘরকে দিল্লীতে পাঠাতে এবং ফিরিয়ে আনতে।

হজরত নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলেবী (রাঃ) একদিন ঘোড়ায় চেপে চলে যাচ্ছেন। তার ভক্ত মুরীদ গেশু দারাজ বান্দানাওয়াজ তিনি পীরকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন। পীর সাহেব মুরীদকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বান্দানাওয়াজ ছুটে গিয়ে পীরের হাঁটুতে চুমা দিলেন। পীর সাহেব বললেন—আউর নীচে। বান্দানাওয়াজ পীরের পায়ে চুমা দিলেন। পীর সাহেব বললেন—আউর নীচে। বান্দানাওয়াজ ঘোড়ার ক্ষুরে চুমা দিলেন। পীর সাহেব বললেন—আউর নীচে। বান্দানাওয়াজ মাটিতে চুমা দিলেন।

পীর সাহেব বললেন—চার জায়গায় চুমা দিয়ে তুমি কি বুঝলে? বান্দানাওয়াজ বললেন—যখন হাঁটুতে চুমা দিলাম, আমার জবানের পরদা খুলে গেছে; যখন পায়ে চুমা দিলাম, আমার নাকের পরদা খুলে গেছে; যখন ঘোড়ার ক্ষুরে চুমা দিলাম, চোখের পরদা খুলে গেছে; যখন মাটিতে চুমা দিলাম, আমার কানের পরদা খুলে গেছে। এখন আমি সারা দুনিয়ার খবর শুনতে পাচ্ছি, সারা দুনিয়াকে দেখতে পাচ্ছি। সুবহান আল্লাহ।

এখানে চিন্তা করুন শত শত বৎসর আল্লার এবাদত করে যে ফল পাওয়া যায় না, আল্লার ওলীর তাজিম করলে সেই ফল পাওয়া যায়। অতএব আল্লার এবাদতের সঙ্গে নবী ওলী পীরের তাজিমের প্রয়োজন আছে।

পীরের তাজিমে কদম বুশী করতে, পীরের মাজারে চাদর চুমতে, ঝুঁকলেই যদি শির্ক হয়ে যেত, তাহলে নাসিরুদ্দিন চেরাগ দেহলেবী (রাঃ), যার তাজিমে আল্লার কাবা দিল্লী এসেছে, তিনি কি মুরীদকে শির্ক করতে শিখিয়ে দিলেন? অস্তাগফেরুল্লাহ। নাউযোবিল্লাহ, নাউযোবিল্লাহ।

আল্লার এবাদতের সঙ্গে নবী ওলীর তাজিমের যে প্রয়োজন আছে তার প্রমাণ কোরাণ শরীফ থেকে শুনাচ্ছি। আল্লার কাবাঘর, যাকে কেবলা করে সারা বিশ্বের মুসলমান নামাজ পড়ছেন।

যেমন নেগেটিভ পজিটিভ ছাড়া বিদ্যুতের বাতি জ্বলে না, সেইরকম আল্লার এবাদতের সঙ্গে নবী ওলীর তাজিম না থাকলে ঈমানের বাতি জ্বলে না। আল্লাহ সকলকে ক্ষমতা দান করুন নবী ওলীদের তাজিম করার। আমিন।

বেদাতের ধোঁকাভজন কিছু আলেম বেরিয়েছেন, তারা মিলাদ, কেয়াম, আজানের দোওয়া, জানাজার দোওয়া, দিন তারিখ ধার্য্য করে কোন কাজ করা ইত্যাদিকে বেদাত বলে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট করছেন।

একদিন এক মওলবী সাহেব আমাকে বললেন—মিলাদ, কেয়াম, দিন তারিখ ধার্য্য করে কোন কাজ করা বেদাত। আমি বললাম—বেদাতের অর্থ কি? তিনি বললেন—নতুন যাহা নবী সাহেব করেন নাই, তাঁর জামানায় ছিল না, এখন যদি করা হয়, সেইটাই হল বেদাত। আমি বললাম—আপনি কি নবীর যুগে ছিলেন? তিনি বললেন—না। আমি বললাম—আপনার আব্বা কি নবীর যুগে ছিলেন? তিনি বললেন—না। আমি বললাম—তাহলে আপনি তো বেদাতের বাচ্চা বেদাত। আমি আরো বললাম—দিন তারিখ ধার্য্য করে যদি কোন কাজ করা নাজায়েজ হয়, তাহলে আপনার আব্বার বিবাহ মায়ের সাথে দিন তারিখ ধার্য্য করে হয়েছিল, না তাকে নিয়ে গিয়ে কোর্টে বিবাহ হয়েছিল? দিন তারিখ ধার্য্য করে কোন কাজ করা যদি নাজায়েজ হয়, তাহলে নামাজের জন্য পাঁচওয়াক্ত ধার্য্য করা আছে, শুক্রবার জুমার নামাজের দিন ধার্য্য করা আছে, রোজার জন্য রমজান মাস ধার্য্য করা আছে, এসব কি নাজায়েজ? মওলবী সাহেব উঠে পালালেন। আমি বললাম—ও মওলবী সাহেব, শুনে যান, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর দিন ধার্য্য করা আছে। কেয়ামতের দিনও ধার্য্য করা আছে।

এবার আসুন আল্লার নবীর যুগে যে সমস্ত জিনিস ছিল না তাহা এখন করলে বেদাত হবে সত্য, তা বলে সমস্ত বেদাত খারাপ বা নাজায়েজ হবে না। বড় বড় ওলামায়ে কেরামগণ বেদাতকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) বেদাতে হাসানা, ভাল বেদাত ও (২) বেদাতে সাইয়া, মন্দ বেদাত।

যেমন—মাইক যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, তার দ্বারা কোরাণ শরীফ পাঠ করা ওয়াজ নাসিহত নাত্ গজল্ পাঠ করা হচ্ছে, দূর থেকে মানুষ শুনতে পাচ্ছে, মেয়েছেলেরা দূরে বসে শুনতে পাচ্ছে, এটা বেদাতে হাসানা, ভাল বেদাত। হারমোনিয়াম যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যদি কেহ তার সুরে সুর মিলিয়ে কোরাণ শরীফ নাত্ গজল্ পাঠ করে, সেটা হবে বেদাতে সাইয়া, মন্দ বেদাত।

এবার শুনুন নবীপাকের জামানায় কি কি জিনিস ছিল না, পরে হয়েছে তার প্রমাণ দিতেছি। ঈমান, অর্থ—বিশ্বাস। তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ঈমানে মোজাম্মেল, ঈমানে মোফাসেল। দুই ভাগে ভাগ করা এবং দুই রকম নাম রাখা বেদাত। কালেমা, অর্থ—কথা। বে-ঈমান থেকে ঈমানে আসতে হলে মুখে কিছু কথা বলে, সেই কথা দিলে বিশ্বাস করলে ঈমানদার হওয়া যায়। সেই কলমাকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং ৪টি নাম রাখা হয়েছে। কলেমা তৈয়ব, সাহাদাত, তৌহীদ, তামজিদ। কোরাণ—কাগজে লিখা, প্রেসে ছাপা, পারা, রুকু, সুরা ভাগ করা, সুরার নাম রাখা, জের জাবার লাগানো, তফসির করা। হাদিস—নবীপাকের কথাকে হাদিস বলে, ছয় ভাগে ভাগ করা এবং ছয়টি নাম রাখা। বুখারী, মুসলীম, মিসকাত ইত্যাদি। নামাজ—মুখে নিয়েত করা। নবীপাক ও সাহাবাগণ মুখে নিয়েত করতেন না, দিলের নিয়েত আল্লাহ দেখেন। জাকাত—মূর্ত্তি আঁকা টাকায় জাকাত দেওয়া। রোজা—নবীপাক খুরমা খেজুর দিয়ে এফতারি করতেন, এখন বহু লোক নুন আদা দিয়ে এফতারি করেন। হজ্জ—পাসপোর্ট ভিসা করা, উড়োজাহাজে যাওয়া ইত্যাদি এসব ধর্মীয় ব্যাপারে নতুন কাজ বেদাতে হাসানা, ভাল বেদাত।

এবার আসুন দুনিয়াদারীতে কত বেদাত আছে—ট্রেন, বাস, সাইকেল, রিক্সা, রেডিও, ফোন, এক্সরে যন্ত্র, ইন্‌জেকশন্, কলমে লেখা, চশমা, ঘড়ি, কলের লাঙল, মেশিনে ধান ভানা, বিরিয়ানি খাওয়া, থামস্‌আপ, চা খাওয়া, পীচ রাস্তায় চলা ইত্যাদি সব কিছুই বেদাতে হাসানা, ভাল বেদাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাম রাখা, জের জাবার লাগানো, তফসির করা। হাদিস—নবীপাকের কথাকে হাদিস বলে, ছয় ভাগে ভাগ করা এবং ছয়টি নাম রাখা। বুখারী, মুসলীম, মিসকাত ইত্যাদি। নামাজ—মুখে নিয়েত করা। নবীপাক ও সাহাবাগণ মুখে নিয়েত করতেন না, দিলের নিয়েত আল্লাহ দেখেন। জাকাত—মূর্ত্তি আঁকা টাকায় জাকাত দেওয়া। রোজা—নবীপাক খুরমা খেজুর দিয়ে এফতারি করতেন, এখন বহু লোক নুন আদা দিয়ে এফতারি করেন। হজ্জ—পাসপোর্ট ভিসা করা, উড়োজাহাজে যাওয়া ইত্যাদি এসব ধর্মীয় ব্যাপারে নতুন কাজ বেদাতে হাসানা, ভাল বেদাত।

এবার আসুন দুনিয়াদারীতে কত বেদাত আছে—ট্রেন, বাস, সাইকেল, রিক্সা, রেডিও, ফোন, এক্সরে যন্ত্র, ইন্‌জেকশন্, কলমে লেখা, চশমা, ঘড়ি, কলের লাঙল, মেশিনে ধান ভানা, বিরিয়ানি খাওয়া, থামস্‌আপ, চা খাওয়া, পীচ রাস্তায় চলা ইত্যাদি সব কিছুই বেদাতে হাসানা, ভাল বেদাত। এত সমস্ত ছেড়ে দুনিয়ায় থাকতে পারবেন? কিছু মুল্লা মওলবীর কাছে শুধু মিলাদ, কেয়াম বেদাত, তাই সেই মুল্লা-মওলবীদের জন্য একটি উপহার দিলাম—

খাচ্ছো বেদাত, পরছো বেদাত, ঘুরছো বেদাত চড়ে,
বেদাত ছাড়া চলবে যদি, পা তুলে লাও ঘাড়ে।
বেদাত ছাড়া এই দুনিয়ায় থাকতে যদি চাও,
ঘর বাড়ী সব ছেড়ে দিয়ে বনে চলে যাও।
বনে গেলেও বেদাতের হাওয়া লাগবে তোমার গায়,
বেদাত ছাড়া এই দুনিয়ায় থাকা বড় দায়।
মিলাদ কেয়াম তুলবে বলে যতই কোমর বাঁধো,
ঘরে ঘরে ঘুরে তোমরা যতই খুশি কাঁদো।
মিলাদ কেয়াম দরূদ সালাম বন্ধ হবে নাই,
ফেরেস্তারাও স্বয়ং খোদা নবীর দরূদ গায়।
খোদার জাকেরিনরা যেদিন ফানা হয়ে যাবে,
নবীর জেকের করার তরে আল্লাহ বাকী রবে।
প্রাণ খুলে গাও নবীর গুণ গান দিবা নিশিভোর,
যারা করে মানা বেদ্বীন কানা তারা ঈমান চোর।
ঐ চোরেদের আদেশ মত চলবে যারা ভাই,
ঈমান আমল ধ্বংস হবে কোরাণে ফরমায়।

আল্লার নবী এরসাদ করেছেন—"আল্ এলমো এলমানে ফাইমো ফিল কালবে ফাজাকালেই লমুন নাফেয়ো অইলমো এলাল লেসানে ফাজাকা ফাজাকা হুজ্জাতাল্লাহে, আআজ্জা আজাবা আলা ইবনে আদামা।" অর্থ—এলেম (বিদ্যা) দুই প্রকার। একটি অন্তরের দিলের। সেই এলেমই উপকারী। (সেই এলেমকে তাসাউফ বলা হয়) আর একটি মুখের। সেই এলেম কেবল মানুষে মানুষে তর্ক, ঝগড়া, ফাসাদ করা হয়।

এতএব কিছু মওলবী মওলানা মাদ্রাসায় মৌখিক এলেম শিক্ষা করে কিছু জায়েজ কাজকে নাজায়েজ বলে ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব বাঁধাচ্ছে। যদি কোন পীর বুজুর্গের খেদমত করে এলমে তাসাউফ শিক্ষা করতো তাহলে সব দ্বন্দ্ব মিটে যেত। জ্ঞান চক্ষু খুলে যেত। হক্ পথে চলবার আল্লাহ সকলকে তওফিক দান করেন। আমিন! সুম্মা আমিন!

অমা আলায়না ইল্লাল বালাগ।

pdf By Syed Mostafa Sakib